Bisnu Ray

কাঠ গোলাপ

পাপড়ির ন্যায় একগুচ্ছ অনুভূতি

ইমরান হোসাইন আদিব

কাঠগোলাপ

ইমরান হোসাইন আদিব

নবকথন

কাঠগোলাপ ইমরান হোসাইন আদিব

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২২
দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০২৩
তৃতীয় প্রকাশ অক্টোবর ২০২৩
চতুর্থ প্রকাশ বইমেলা ২০২৪
পঞ্চম প্রকাশ জুন ২০২৪
ষষ্ঠ প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সপ্তম প্রকাশ নভেম্বর ২০২৪
অষ্টম প্রকাশ বইমেলা ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রকাশক মোশাররফ হোসাইন নীলয়,
৩৮/এ, হাজী এন আলী টাওয়ার ২য়
তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
কল: ০১৯১১-৭৮৩৪৫৫
০১৬১২-৪৮০৮১৮

প্রচ্ছদ মো: সিয়াম উদ্দিন খান
অনলাইন পরিবেশক রকমারি
বুকলেট.কম
আমার বই.কম
বর্ণবিন্যাস যাবেদ খান আবু বকর
প্রুফরিড নবকথন টিম
মুদ্রণ জননী প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ২৬৬ ৳ (দুইশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)

Kathgolap By ***Imran Hossain Adib***
Published in Bangladesh
By Mosharraf Hossain Neeloy, Nobokothon
Email: nobokothon@gmail.com
Price: 266 taka only, US $ 6
ISBN: 978-984-96835-1-3

প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

কাঠ গোলাপ

পাপড়ির ন্যায় একগুচ্ছ অনুভূতি

ইমরান হোসাইন আদিব

ভূমিকা

মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে এক জীবন দৈর্ঘ্যের সময় জুড়ে আমাদের জীবনে ছড়িয়ে থাকে হরেক রকমের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। কোনো অনুভূতিতে মানসিক শান্তি আবার কোনো অভিজ্ঞতা হৃদয় পোড়ানোর মতো যন্ত্রণাদায়ক।

মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই হয়তো মায়া উপেক্ষা করে চলতে পারি না, ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ছটফট করে বিচ্ছিন্ন মনগুলো। সেই ভালোবাসা পেয়ে কারো জীবন তুষ্ট, তো কারো ভুল সম্পর্কে ভুল মানুষকে ভালোবেসে জীবন অতিষ্ঠ। সুন্দর একটা কথা প্রচলিত যে, মানুষের অভাবে মানুষ মরে যাচ্ছে অথচ মানুষ টেরই পাচ্ছে না।

ঠিকই তো! মানুষই তো মানুষের দুঃখের কারণ, সুখের কারণ কিংবা হৃদয় কাচের মতো ভেঙে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত। জীবনের এমন সব বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধি উপমা সরূপ রূপ নিয়েছে কাঠগোলাপের পাপড়ির ন্যায়। প্রতিটা পাপড়ি যেন মানুষের জীবনের এক একটা উত্থানপথনের গল্প দিয়ে সাজানো। প্রতীকি চরিত্র হিসেবে কাঠ গোলাপ বইটা সেজেছে মানুষের জীবনপ্রবাহের নানান সব বিচিত্র রঙ ঢঙের আদলে।

কাঠ গোলাপের কোমল স্নিগ্ধতায় মানুষ সংক্রামিত হোক। জীবনের সব প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির জন্য স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের আত্মায় বাড়িয়ে দিক শুদ্ধতার প্রলেপ।

উৎসর্গ

মা,

যাকে ছাড়া আমি আমার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না। আর যে মানুষগুলো আমার করা ভুলগুলো ফুল ভেবে আমাকে ভীষণ করে আগলে রাখে।

সূচিপত্র

কাঠগোলাপ ০৯
চিঠির যুগ ১১
কাঠগোলাপ বিসর্জন ১২
ভালোবাসা বারণ ১৪
বদলে যেতে হয় ১৫
ভালোবাসায় ভালো রাখতে শেখো ১৬
কাঠগোলাপ সমীপে ১৭
জীবনে বরং কম মানুষ হোক ১৮
প্রেম ও প্রেমিক হোক শুদ্ধ ১৯
এসিড বৃষ্টি ২০
প্রিয় সমীপে ২১
তুমি শান্তি হয়ে যাও ২২
বার্ধক্য প্রেম ২৩
বেনামি চিঠি ২৫
মানুষ কমুক, মানুষ কমান ২৬
ভালোবাসা ঠাঁই পায়নি? ২৮
তুমিময় সন্ধ্যা ২৯
নিজেকে ভালো রাখুন ৩১
তুমি অপয়া ৩৩
ইচ্ছে পূরণ ৩৪
চাহিদা ৩৫
মায়া না-কি মোহ ৩৭
ভালোবাসার মানুষ নেই ৩৮
শুদ্ধ প্রেমিক ৩৯
ভালোবাসি প্রিয় ৪১
একা বাঁচতে শিখো প্রিয় ৪৩
বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না ৪৪
ভালোবাসি বলেই তোমাকে চাইনি ৪৬
প্রিয় অস্বস্তি ৪৭
শেষ বেলার আশ্রয় ৪৮
টাকা ৪৯
বোকা প্রেমিকা ৫০
দুফোঁটা বৃষ্টির দূরত্ব ৫১
জমে যাচ্ছে প্রেম ৫২
শেষ মুক্তি ৫৪
৫৫ সুন্দরের কোনো রং নেই
৫৭ রূপ বদলেছে ভালোবাসা
৫৮ ডিসেম্বরের শহর
৫৯ অভিযোগনামা
৬১ তুমি এসো
৬২ বৃষ্টিকথন
৬৩ শ্যামলি সেন ডাকঘর
৬৫ মানুষ চলে গেলে দুঃখ বাড়ে
৬৬ তুমি আমার শহরে এসো
৬৭ শুদ্ধ প্রেম
৬৮ মধ্যবিত্ত বাবাদের গল্প
৭০ প্রিয় মানুষ
৭২ মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে
৭৩ মোনাজাত
৭৫ শেষ চিঠি
৭৭ অভিযোগ হোক নিজেকে নিয়ে
৭৮ তুমি আর আমাকে কই পেলে!
৭৯ নারী
৮১ পকেট আছে টাকা নেই
৮২ যত অনুশোচনা তত ভোগান্তি
৮৩ প্রেমিক
৮৪ বেকারত্ব
৮৫ পাঞ্জাবি
৮৬ সুখপাখি
৮৭ কেই-বা রাখে খোঁজ
৮৮ ভালোবাসা না-কি লালসা!
৮৯ আত্মার মুক্তি
৯০ বিশুদ্ধ অঞ্চল
৯১ প্রেমকে না বলে বরং বইকে হ্যাঁ বলুন
৯২ বোকা মানুষ
৯৩ খুব কি ক্ষতি হতো?
৯৪ মিছে মায়া
৯৫ একদিন সব হবে
৯৫ অপেক্ষা
৯৬ নিরাপদ আঁচল

"কাঠগোলাপ"

তোমায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছি এক ভেজা সন্ধ্যায়,
নিস্তব্ধ নির্জন পথে পড়ে থাকা নিঃসঙ্গ একটি কাঠগোলাপের ন্যায়।
তোমার কোনো নামধাম ছিল না কিংবা পরিচয়টা,
মনের খেয়ালে তাই তোমার নাম দিয়েছি অপরিচিতা।
যদিও রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রের সাথে তোমার কোনো যোগসূত্র ছিল না।

অভিভাবকহীন তোমায় আমি আগলে রেখেছি
মন্দ লোকের হায়েনা দৃষ্টি থেকে,
আশ্রয়হীন তোমায় আমি আগলে রেখেছি-
হঠাৎ বয়ে আসা তীব্র ঝড়ো বাতাস আর মেঘের প্রবল বজ্রঘাত হতে।

তারপর সময় চলে যাচ্ছে তার স্বতন্ত্র নিয়মে,
তুমিও বড়ো হয়ে উঠছ রোজ আমার আদরে।
তোমার শরীরের কোমলতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে দ্বিগুণ অতি যত্নে।
কালো কেশ ছেয়ে যাচ্ছে ঘাড় ছাড়িয়ে কোমর অবধি,
তাল মিলিয়ে ঠোঁটের কোণায় থাকা তিলটা ক্রমশ মায়াবি হয়ে উঠছে বড্ড।
তুমি বলতে শেখেছ, তুমি আকাশ ভালোবাসো।
তুমি বলতে শেখেছ, তুমি ফুল ভালোবাসো।

ছাড়িয়ে রূপ লাবণ্য নিজেকে বিকশিত করলে,
তোমার মায়ায় পড়ে জোনাকিরাও ছুটে দলবেঁধে।
বৃষ্টি তোমায় ভেজাতে না পেরে নিজেকে পাপিষ্ঠ ভাবছে প্রতিনিয়ত,
তোমার নেশায় মাতাল হয়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে কতশত।

এরপর হঠাৎ একদিন সাহস করে তোমায় বললাম,
"আমাকে নিয়ে তোমার অনুভূতি কী?"
প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে জবাব দিলে, "ধন্যবাদ কবি।
এবার তবে মুক্তি দাও, নিজের ফেলে আসা শহরে যেতে চাই!"

নির্বাক আমি দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারিনি তোমার ফিরতি পথে,
এতটুকু প্রতিবন্ধক হয়ে।
এতদিনের আগলে রাখা তুমি আজ মুক্ত হওয়ার বায়না করছ এভাবে।
যেন আর একটা মুহূর্তও তোমায় আগলে রাখার অধিকার আমার নেই।
কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও যেন তার জায়গা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে ভীষণভাবে।

তবুও নিজেকে সামলিয়ে বিষাদ বহমান স্রোত থামিয়ে
তোমার শেষ যাত্রায় খোঁপায় গুঁজে দিলাম একটি কাঁচা শিউলি ফুলের মালা।
শেষ আকুতি হিসেবে বলছি,
"শুকিয়ে গেলেও স্মৃতি হিসেবে রাখিয়ো আগলে পরম মমতায়,
এই শেষ চিহ্নটুকু সহস্রবেলা!"

“চিঠির যুগ”

চিঠির যুগই ভালো ছিল।
শব্দের সৌন্দর্য হারাতো না, রুচিরও দুর্ভিক্ষ হতো না।
আবেগও এতটা সহজলভ্য হতো না।
মানুষের প্রতি মানুষের কৌতূহলও দ্রুত মিটে যেত না।

প্রাপক সযত্নে চিঠি আগলে রাখত বিছানার নিচে,
বালিশের নিচে নয়তো বইয়ের ভাঁজে।
কথার গোপনীয়তা থাকত, অনুভূতির স্বচ্ছতা থাকত।
দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে কতশত কথা জমে যেত।
খাম খুলে বারবার দেখার আকুতি থাকত।
চিঠির উত্তর দেওয়ার ব্যস্ততা থাকত,
চিঠির উত্তর পাওয়ার অস্থিরতা থাকত।

চিঠির যুগে সুন্দর এক অপেক্ষায়–
মানুষের শুদ্ধতম ভালোবাসার লেনদেন হতো।

“কাঠগোলাপ বিসর্জন”

ক্যালেন্ডারে সেপ্টেম্বর ত্রিশ তারিখ, লাল কলম দিয়ে গোল দাগ টেনেছি।
পাশে লিখেছি কাঠগোলাপের বিসর্জন। মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছে যে,
“কাঠগোলাপের আবার বিসর্জন হয় নাকি?” —হ্যাঁ, হয়!

সপ্তাহের সোমবার ছিল দিনটি, শরতের আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
বন্ধ হওয়া চা দোকানে হেলান দিয়ে সুদূরে ভেসে যাওয়া মেঘপুঞ্জ দেখছি,
এসব ছাড়িয়ে পাশেই দাঁড়ানো এক নারীর কান্নায় ভাসছি।
পরনে লাল শাড়ী, কপালে টিকলি, চুড়ি পরা হাতে।
সদ্য বিয়ের আসর হতে পালিয়ে এসে কাঁদছে, ক্রমাগত চলছেই ক্রন্দন,
তার কান্না কিংবা বাসা থেক পালিয়ে আসা এসব আবার আমারই কারণ!
ভালোবাসায় কি শুধুই প্রাপ্তি থাকে না-কি ভালোবেসে মানুষ শুধু কষ্টই পায়?
কিন্তু আজ সে কষ্ট পাচ্ছে আমাকে হারানোর কষ্ট!
আমার চোখ শক্ত হয়ে আছে, ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে
অথচ চোখে একফোঁটা পানি নেই।

অয়ন্তি, হ্যাঁ মেয়েটির নাম। সে হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে ভাবছে,
“কেমন প্রেমিক আমি? প্রেমিকাকে হারানোর শোকে যার এতটুকু দুঃখবোধ নেই।”
পুরুষকে সবাই কঠিন বলেই জানে, আজ না হয় আর একটু জানুক।

বৃষ্টি থামলে রিকশা ডেকে দুজনে উঠলাম। কতটা কাছাকাছি দুজনে,
এভাবে কতদিন মোরা গা ঘেঁষে বসেছি হাতের ভাঁজে হাত শক্ত করে গুঁজে।
আর আজ? এত কাছে থেকেও কতটা দূরে!
টিউশন পড়িয়ে নিজেকে চালিয়ে নেওয়া ছেলেটার কিই-বা করার আছে?

যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত, সেখানে আর একটা মানুষকে সুখী রাখার বিষয়টা কতটা নিশ্চয়তা দেয়? তবুও মেয়েটা স্বপ্ন দেখেছে, শূন্যপকেট পুঁজি করে দিন পার করা আমার পাশে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু আমি পারিনি মা বাবার আদরে বেড়ে ওঠা একমাত্র মেয়েকে-

তাদের অবাধ্য হয়ে নিজের করে নিতে! ভালোবাসি বলে আর দুটো মানুষকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায়?

হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, “যেখানে তাকে পাওয়াটা অনিশ্চিত সেখানে তাকে ভালোবাসতে গেলাম কেন?”

উত্তর জানা নেই! হঠাৎ একদিন উত্তরটা বলে দেব, আপাতত অপেক্ষা সুন্দর!

রং বেরঙের আলোক বাতিতে সাজানো চারতলা বাড়ির সামনে এসে রিকশা থামল। অয়ন্তি ফাঁকি দিয়ে এসেছিল আমার কাছে, তাই হয়তো পরিবার এখনো বুঝে ওঠেনি তাদের আত্মজা কোথায়?

কোনো কথা হচ্ছে না দুজনার শুধু চাপা দীর্ঘশ্বাস আর ভেঁজা চোখ। এক পা দু-পা করে সে গেইট পেরিয়ে আড়াল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে ছুটে এসে আমার পকেটে থাকা কাঠগোলাপটা হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফের ছুটে গেল আমার দৃষ্টির আড়ালে।

মাইকে আজানের শব্দে আমার ভ্রম কেটে গেল।

না, অয়ন্তি ফিরে তাকায়নি, ফিরে আসেনি আমার কাছে তার সবচেয়ে পছন্দের কাঠগোলাপ নিতে। হয়তো সে ভাবেনি আজও তার জন্য একটা কাঠগোলাপ নিয়ম করে আমার বুক পকেটে থাকে।

ডাক দিব অয়ন্তি বলে!

চিৎকার দিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করছে, “তোমার কাঠগোলাপ তুমি নিয়ে যাও। আমায় মুক্তি দাও তোমার স্মৃতি হতে। তোমার স্মৃতি আমায় ভালো থাকতে দিচ্ছে না! এ শহরের বুকে কাঠগোলাপ যতদিন রবে ততদিন তুমি আমার স্মৃতিতে বার বার এসে তোমায় হারানোর অনলে পুড়িয়ে যাবে।”

"ভালোবাসা বারণ"

দূরের পাখিকে বরং দূরেই রাখি
কাছে এসে যদি ভেঙে দেয় মন;
যাকে রাখতে চাই সে থাকতে নাহি চায়,
ব্যাকুল মনে বাজে শুধুই বিরহের বীণ।
পেয়ে গিয়েও যেন তৈরি হয়
প্রিয় মানুষ হারানোর ভয়,
হৃদয়ের অতল গহ্বরে
তাকে নিয়েই যত সংশয়।
কী এক যাতনায় পিষ্ট মন,
গুঁড়ো বালির মতো হাওয়ায় উড়ছে ভীষণ;
চোখ হতে বহুদূর হারায় যেইজন,
তার প্রতি আরোপিত হোক আইন নিষিদ্ধকরণ।
মানুষ হয়ে জন্মেছি এ ভুবন ঘেঁষে,
অথচ মানুষকেই আজ ভালোবাসা বারণ!

"বদলে যেতে হয়"

এমন একটা সময় আপনার জীবনে আসে যখন কেউ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে বলে বসে, "তুমি দেখি অনেক বদলে গেছ? আগের সেই তুমিটা আর নেই।"

এমন প্রশ্নের জবাবে আপনি হয়তো সেভাবে তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারেন না। তবে মনে মনে ভীষণ করে অনুভব করেন যে—হ্যাঁ, আপনি বদলে গেছেন। কারণ এই বদলে যাওয়াটা আপনার জন্য ভীষণ প্রয়োজন ছিল। না হলে শহরের ধূলোর মতো ক্ষয়ে যেতেন; নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যেতেন, কেউ চোখ বাড়িয়ে হয়তো খুঁজেও দেখত না।

অবহেলা, অযত্নে মানুষ শক্ত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, পাথরের মতো শক্ত। শরীরের মতো মন শক্ত হয়ে গেলে তার কাছে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। তার কোনো পিছুটান থাকে না। আর কোনো উপেক্ষা তাকে অপেক্ষায় রাখে না, তাকে আর কোনো অবহেলা ভাঙতে পারে না। তার দুর্বলতা তখন আর কারো জন্য দ্বিতীয় সুযোগ হয়ে ওঠে না।

জীবনে কিছু কিছু সময় ভীষণ করে বদলে যাওয়া জরুরি। আপনার বদলে যাওয়া উপস্থিতি যেন মানুষকে ভাবায়। বিশ্বাস করুন, কিছু বদলে যাওয়ায় মানুষের কল্যাণ নিহিত। জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো কারো জন্য বিষাদে না ডুবুক। কারো যত্নের আশায় আপনার অপেক্ষা তৈরি না হোক। মানুষ বুঝুক, মানুষের বদলে যাওয়া কতটা ভয়ংকর সুন্দর।

"ভালোবাসায় ভালো রাখতে শেখো"

ভালোবাসি বলতে হবে না। ভালোবাসি তো সবাই বলে, তুমি বরং তার চেয়ে আমায় ভালো রাখতে শেখো কারণ ভালোবাসি বলার চেয়ে ভালো রাখাটা জরুরি।

সারাদিন খোঁজ নিয়ে বোঝাতে হবে না আমার জন্য তোমার ভীষণ সময়, আমার প্রতি তুমি ভীষণ যত্নশীল। তুমি বরং তার চেয়ে দুটো মিনিট সুন্দর করে কথা বলে আমার সারাদিনের ক্লান্তি মিটিয়ে দিও কারণ সবাই যত্ন করে কথা বলতে পারে না।

আমি তোমার কাছে প্রতিনিয়ত দামি গিফট নিয়ে খুশি হতে চাই না, আমি বরং তোমার কাছে ঋণী হতে চাই মানসিক সুখের, তুমি শুধু সেই মানসিক সুখটুকু না হয় উপহার দিও আমায় কারণ সবাই সম্পর্কের মূল্যায়ন করে দামি দামি পণ্যে, শারীরিক চাহিদায়। এসবের আড়ালে থাকা মানসিক সুখের অভাব কজনই-বা বোঝে!

আমি আছি, সবসময় থাকব এমন মুখরোচক শব্দে আমায় আশ্বস্ত করার সস্তা কৌশল অবলম্বন করতে হবে না। তুমি বরং আমায় আয়ত্ত করে নিয়ো তোমার মাঝে কারণ মানুষের মুখের কথা সবসময় তার মনের কথা হয় না।

পারবে তো? পারলে বরং ভালোবেসো, মিথ্যা ভালোবাসায় জড়িয়ে অযথা কলঙ্ক রটিয়ো না।

"কাঠগোলাপ সমীপে"

প্রিয় ফুল কাঠগোলাপ, তোমায় নিয়ে লেখছি;
তোমায় নিয়ে লিখতে গিয়ে গভীর সুখে ডুবছি।
তোমায় আমি টেনেছি মানুষের ভাঁজে ভাঁজে,
তোমায় আমি এনেছি সকাল সন্ধ্যা সাজে।
প্রিয় কাঠগোলাপ তোমায় নিয়ে বলছি,
তোমায় আমি গুঁজেছি প্রিয়সীর খোঁপার ভাঁজে,
তোমায় নিয়ে মজেছে নারী মায়াভরা লাজে।
তোমায় নিয়ে দেখো সবাই উল্লাসে মাতে রোজ,
তোমার নামেই আসুক আবার কালজয়ী বিপ্লব!

"জীবনে বরং কম মানুষ হোক"

পরিচিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষ অসুখী হয়। একটু ভালো পরিচয় অপর মানুষটার প্রতি আমাদের প্রত্যাশা বাড়ায়। তা পূরণে একটু ব্যাঘাত ঘটলেই আমাদের আর ভালো থাকা হয় না। তারচেয়ে বরং জীবনে কম মানুষ হোক, তবে গুরুত্ব বাড়ুক।

আমাদের আবার বড্ড এক গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে যে, আমার কোনো বন্ধু নেই! যাকে কিনা আমি আমার অধিকারে পাই কিংবা আঙুল উঁচিয়ে দেখার মতো বন্ধু আমার ঝুলিতে নেই। কিন্তু বিষয় হচ্ছে দিনশেষে আমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে ঘেঁষতে চাই–যাদের কাছে আমরা উপেক্ষিত। অথচ যে আমাকে বন্ধু হিসেবে চায়, তাকে আমি আবার আমার সীমানায় অবহেলিত করি রোজ। বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবাই সবার পছন্দকে পুঁজি করে। তবে ব্যাপার হচ্ছে, আমি যেভাবে কাউকে চাই সেভাবে সে আমাকে ভাবে না বা ভাবতে পারে না, এটা তার মতো করে তার ব্যক্তিগত রুচিবোধ। ঠিক এমনটা করে আমি এটা কেন ভাবি না যে, আমায় যে তার প্রিয়জন হিসেবে চায় তাকেও তো আমি আমার নিজস্ব রুচি থেকে তার মতো করে তাকে গ্রহণ করি না, আমার তো তাকে ভালো নাও লাগতে পারে। আমার কাছে সে অবহেলিত।

আমার যেমন তার প্রতি আগ্রহ নেই তেমনভাবে আমার প্রতিও তো অন্যকারো আগ্রহ না থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ নিজের অবস্থানটা দেখে না শুধু দোষারোপ করে দায়ভার চাপায়। দোষী কেউ নয়, সবাই সবার আগ্রহ ও ভালোলাগার এক জটিল ব্যক্তিগত জালে বন্দি। কেউ কারো কাছে তার সবটা উৎসর্গ করেও প্রিয় হতে পারে না, আবার কেউ একটুতেই ভীষণ কাছের হয়ে ওঠে। আমরা বরং অবাধ চাহিদা কমিয়ে যা জোটে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকতে এত চাহিদা পূরণ হওয়াটা জরুরি নয়।

"প্রেম ও প্রেমিক হোক শুদ্ধ"

প্রেমিকরূপে উপস্থিত হওয়া শরীর পিপাসু পুরুষের দল শহরের কোলাহল হতে বিতাড়িত হোক, অধিকারের নামে অনধিকার চর্চায় দাপট দেখানো প্রিয় মানুষ হতে প্রিয় শব্দটা বরং কাটা পড়ুক। স্বার্থপুষে কাছে আসা লোলুপ চাহিদার মানুষগুলোর ওপর জোরালো বিধিনিষেধ জারি হোক। বসন্তের ছায়ায় ভেসে আসা কালপিঠে এসব পুরুষের দৃষ্টি কেড়ে নিক। বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার অভিনয়ে পরিপক্ক প্রেমিকের নাম বেচে খাওয়া পুরুষের অন্ন বন্ধ হোক তিনবেলা। বিকৃত অনুভূতিতে ঠাসা পুরুষের নিউরনে জায়গা করে নিক অকথ্য ব্যথা সর্বক্ষণ।

নারী মানেই ভোগ! এমন বাসনায় ছটফট করা লালসা জাগানো পুরুষের মন পুড়ে যাক আগুনের তপ্ত শিখায়। একসময়ের সম্মান দেখানো চোখ যখন হয়ে ওঠে হিংস্র, সে চোখের দৃষ্টি বরং ঝলসে যাক অন্ধত্ব উন্মাদনায়। প্রণয়ের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা বদনাম রটানো কালোছায়াগুলো দমকা বাতাসে বিধ্বস্ত হোক শ্রীঘই।

পৃথিবী আবার হয়ে উঠুক শুদ্ধ,
সংক্রামিত হোক ভালোবাসা,
ভালোবাসায় সিক্ত হোক মন।

"এসিড বৃষ্টি"

তুমি বৃষ্টি ভালোবাসো, তাই বর্ষা মৌসুমের ত্রিশ দিনের বৃষ্টি ত্রিশটা কৌটায় ভরে আমি সযত্নে জমা করে রেখেছি আলমারির তাকে, নাম দিয়েছি এসিড বৃষ্টি। যেন কখনো কেউ ছুঁতে না চায়।

তোমার পছন্দের তালিকায় থাকা আকাশের অবস্থানটাও ছিল বেশ ওপরে, সেই পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে টানা বিশ দিনের আকাশকে ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছি তোমায় কিঞ্চিৎ অবাক করে দেওয়ার ক্ষুদ্র বাহানায়। বাদ পড়েনি তোমার পছন্দের কাতারে জায়গা করে নেওয়া কাঠগোলাপ, জবা, দোলনচাঁপা থেকে শুরু করে ডোবার কুচুরিফুল কিংবা আবাদি জমির মৌমাছি মুখে পরিপক্ক সরিষা ফুল।

নিজের শখ পূরণের জন্য কেনা ডায়ারিটা আজ তোমার শখের তালিকা পূরণে বড্ড ব্যস্ত। অবাক করে দিয়ে বলতে চাই, তোমার মুখ ফসকে বলা অপ্রয়োজনীয় শব্দগুচ্ছও জায়গা করে নিয়েছে যত্ন সহকারে পৃষ্ঠার কোনো এক লাইনে। তোমার রাগ, অভিমানে উচ্চারণ করা অকথ্য গালিগুলোও শোভা পাচ্ছে বেশ। হঠাৎ কখনো তোমায় এসব দেখিয়ে তোমাতে ভাবাতে সক্ষম হব সুশীল রকমের গালি তুমিও দিয়েছ কত!

তোমার মাঝরাতে শাড়ি পরা ছবি পাঠিয়ে দেওয়া কিংবা ফোনকলে চুড়ির শব্দ শোনানো ও খুনসুটিগুলো গল্প আকারে রচিত ডায়ারির ৩৩ নাম্বার পৃষ্ঠায়, সঙ্গে যোগ হয়েছে আমায় নিয়ে করা তোমার যোগ্য প্রেমিক হিসেবে অসংখ্য প্রশংসাবাচক বাক্য ভাণ্ডার।

আমাদের প্রথম পরিচয়ের এবড়ো-থেবড়োময় অস্পষ্ট কথাগুলোকেও ছাড় দেইনি, ছাড় দেইনি তোমার জন্য প্রাণবন্ত গোলাপ আনতে গিয়ে চুরির অপরাধে চোর তকমা লাগিয়ে বাগান মালিকের দৌড়ানি খাওয়ার স্মৃতি।

আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভুলে গেছি, আমার সকল ভাবনায় তোমার অবাধ বিচরণ। তুমি ঠিক তুমি নও বরং আমায় আঁকড়েই বেঁচো, আমার অস্তিত্বের পুরোটায় না হয় তুমি তোমাকেই শুধু খোঁজো।

"প্রিয় সমীপে"

তোমার নামেই প্রথমে থামতে হচ্ছে, কী করব বলো? তোমার নাম ভাঙিয়ে কতজন কবি, গল্পকার, গীতিকার বনে যাচ্ছে! তুমি হয়ে উঠেছ তাদের লেখনীর মূল উপজীব্য ও প্রেরণা।

এদিকে অসহায় আমি তোমায় কি না এক মুহূর্ত অনুভবের সাহসই পাই না। আমি বিশেষ কোনো গুণধর পুরুষ নই, আবার সুপুরুষও নই; তবে পুরুষ বটে। সৌন্দর্যের পূজারি বলে তোমায় নিয়ে আজ একটু আধটু লেখার দুঃসাহস জুগেয়েছি, বেমানান লাগলে ফুল ভেবে ভুলগুলো না হয় নিঃশ্বাসের সাথে উড়িয়ে দিয়ো বহুক্রোশ দূরে।

বলছি তোমায় নিয়ে, তোমার সেই সব মুগ্ধতা নিয়ে যা আমার দুচোখে চাতক পাখির মতো পলক জুড়ে ডানা ঝাপটায়। মধ্যেরাতের ঘুমহীন নিদ্রার মূল দায়ভার নিঃসংকোচে তোমার ওপর চাপিয়ে দিলাম। তোমার চোখ দুটোতে বিশেষত্ব কিছু নেই এমনটা ভেবে একটাদিনও কাটাতে পারিনি, মাথা জুড়ে তোমার চোখ দুটোর মায়া চেপে বসেছে। বার বার অনুশোচনায় ভুগতে বাধ্য হচ্ছে যে, কেন ভেবেছি তোমার চোখ মায়াশূন্য! ওই চোখ দ্বয়ের উপরে ঠাঁই গোঁজা বাঁকানো ভ্রু জোড়ায় গঙ্গার রূপ দেখেছি। আকাবাঁকা প্রবাহমান নদীর স্রোতস্বিনীর মতো বহিয়াছে যেন সীমানা ছেড়ে বহুদূর।

তোমার শাড়ির ভাঁজে খুঁজেছি আকাশের সব রং। বর্ষা, শরৎ কিংবা বসন্তের সব মানানসই রং তোমার শরীর জাপ্টে তোমায় ছেয়ে থাকে। তুমি সব রঙেই নিজেকে রাঙিয়ে সব কালকেই করেছো রঙিন। কপালের ভাঁজে এঁটে থাকা টিপটা দেখে ঈর্ষা হয় খুব জানো! ভাবি যদি টিপ হয়ে তোমায় ছুঁয়ে থাকার সুযোগ পেতাম, হয়তো বিনা জবাবদিহিতায় থাকার সুযোগ হতো তখন এজন্মে।

পারছি না, হাত এগোচ্ছে না আর। না জানি তোমায় নিয়ে লিখতে বসে তোমার কোন মুগ্ধতাকে বাদ দিয়ে বসি। পরে না তোমার গুণকীর্তন মঞ্চে আমাকে অযোগ্য প্রমাণ করে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

শেষ লিখনে লিখে যাচ্ছি,
তুমি ঠিক তুমি নও...
তুমি আমার সূর্যাস্তের শেষ গোধূলি,
তুমি ঠিক তুমি নও...
তুমি আমার নিঃশ্বাসের ভাঁজে জপা মাধবী!

"তুমি শান্তি হয়ে যাও"

তুমি আমার পৃথিবী হয়ে যাও,
তোমার বিস্তৃত সীমারেখায় ছুটতে ছুটতে আমার ইহকাল কেটে যাক।
তুমি হয়ে উঠো অসীম শব্দে সাজানো কবিতার ন্যায়,
তোমায় পড়তে পড়তে আমার দিন ফুরিয়ে রাত কেটে যাক।
তুমি আমার আকাশে উত্তপ্ত সূর্য হয়ে যাও,
তোমার আলোকণায় আলোকিত হোক অন্ধকারের ভয়াল জীবনের আর্তনাদ।
তুমি বরং আমার জন্য বাতাস হয়ে প্রবাহিত হও,
তোমার অভাবে বেঁচে থাকা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে উঠুক।
তুমি স্বর হয়ে ছুঁয়ে যাও গলার ভাঁজ,
তোমার নাম জপতে জপতে আয়ু ফুরিয়ে যাক!
তুমি শান্তি হয়ে যাও,
সুখ ছড়িয়ে দাও মলিন ভূমির প্রতিটা গলিকোণ।
উপেক্ষায় উপচে পড়ে বিষাদ ঢেউ,
তোমায় অনুভবে তৃপ্ত হোক মন।
তোমায় পেয়ে বাঁচার ইচ্ছে বেড়ে যাক,
ভেঙে পড়া হৃদয়ে সহস্র যুগ।

"বার্ধক্য প্রেম"

বয়স যখন তোমার ঠিক ষাট ফুরোবে, আমাদের চল্লিশতম বিবাহ বার্ষিকীতে তোমার ঢিলে চামড়ার হাতে হাত রেখে কোনো এক গোধূলির শেষ ক্ষণে বিটুমিনের তৈরি রাস্তায় আমরা দুজন নামব। পা মিলিয়ে চলার এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে তোমাকে তখনো পাশে পাওয়ার এক তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি মনটাকে নাড়িয়ে দিবে ক্রমাগত। ওপরওয়ালার নিকট শুকরিয়া নিবেদনের শেষ নেই, মানসিক শান্তি খোঁজার আশ্রয়টা এখন অবধি সবচেয়ে বড়ো ভরসার জায়গা হিসেবে আমার স্পর্শে আছে।

একটু পর পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলা এক তরুণীর মিহি খোলা চুলে তুমি বিষাদের দৃষ্টিতে তাকাবে, ততক্ষণে আমি তোমার ঘাড় ছড়িয়ে পড়া চুলে হাত গুঁজে বিলি কেটে দিচ্ছি। তোমায় বুঝতে দিতে চাই না যে, বয়সের তালে তোমার সাদা চুলের জট আমায় আর কাছে টানে না। আমি বলি, তোমার চুলে এখন যে মুগ্ধতা আছে তা আর অন্যকারো চুলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

রাস্তার পাশে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করে দেওয়া এক নতুন দম্পতির দিকে তাকিয়ে তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আমি ততক্ষণে তোমার বাম পায়ের নিচে এলোমেলো হয়ে থাকা শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে ব্যস্ত, তোমায় বোঝাতে চাই বয়স বাড়লেই কি দায়িত্ববোধ কমে যায়?

বাকি আর দশটা প্রেমিকের চেয়ে বৃদ্ধ বয়সে এসেও তোমার প্রতি আমি একটু বেশিই যত্নশীল। তোমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করেই ভঙ্গুর কণ্ঠে গেয়ে উঠব আমাদের সতেজ নির্মল সেই দিনগুলোর কোনো গান। তুমি তখন মুগ্ধ হয়ে কান পেতে শুনবে তোমার বৃদ্ধ প্রেমিকের সর্বোচ্চ চেষ্টায় গাওয়া বেসুরো গান। লাইন ভুলে যাওয়া জায়গা থেকে তুমি ঠিক সুর মিলিয়ে গানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর, ঠিক যেমনটা বরাবরই করে আসছ।

রাস্তার বাম পাশে ঠিক আমার দেহের সাথে তোমায় লেপ্টে নিয়ে নিরাপদে হাঁটব। হাতে ভর দিয়ে হাঁটা তোমার লাঠিটাকে চার দেয়ালে বন্দি করে রেখেছি। আমার দেহে প্রাণ থাকা অবধি আমি তোমার একমাত্র সহায়ক হিসেবে রয়ে যেতে চাই।

স্রষ্টার কৃপায় তোমায় আমি বাঁচিয়ে রাখি দুনিয়ায় সব অশুভ দৃষ্টি হতে, তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িগুলো খেলা করে বাতাসের সাথে উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, যেন তারা আমাদের আজও বরণ করতে নিতে ভীষণ উৎসুক।

এভাবে দিনের সূর্য ধীরে ধীরে লুকাবে আকাশের কোনো এক চিরচেনা ভাঁজে, নেমে আসবে অন্ধকার। সন্ধ্যার চাদর ছেয়ে যাবে শহর জুড়ে। জোনাকির মিটমিট আলোর পিছু ছুটতে ছুটতে তোমায় নিয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পিছনের ফেলে আসা জীবনের দিকে একবার ফিরে তাকাব। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার শিকলে বন্দি দুজন জীবনটাকে কত সুন্দর করেই না পেরিয়ে আসলাম। প্রাপ্তির ভিড়ে অপ্রাপ্তিদের আনাগোনা একদমি নেই বললেই চলে। ঘাড়ে মাথা রেখে তুমি আলতো করে বলে উঠবে, যাকে আঁকড়ে ইহকালটা কাটিয়ে দিলাম পরকালেও যেন তার হাতটা আমার স্পর্শে থাকে।

"বেনামি চিঠি"

তুমিও কি ছুঁয়েছ আঁধারের মলিনতা,
কী দারুণ শিশির ভেজা দূর্বাঘাসের মতো সিক্ত দুচোখের পাতা?
তুমিও কি জেনেছ সময়ের গা-ঘেঁষে বদলেছে কত রং, বদলেছে শত ঢং-
হয়েছে কত দূরত্ব, সহস্র মাইল ছেড়ে কত জনার।

তুমিও কি দেখেছ, আধবেলা ঘেঁষে ওপরের আকাশে রোদ্দুর মেঘ
ঠিক নীলাকাশে কীভাবে ভিড়ে যায়?
তুমিও কি শুনেছ অপরিচিত কোনো কণ্ঠ ডাক,
যে ভীষণ করে দিতে চায় শুদ্ধতায় ছাওয়া ভালোবাসার ঝাঁক!

রেখেছ কি খোঁজ,
জানালা হতে দেখা দূরের ডানা ঝাপটানো শঙ্খচিলটা হারিয়েছে হঠাৎ?
রেখেছ কি খোঁজ, পেয়ে বসা বকুলের ঘ্রাণ হারিয়েছে প্রাণ,
জায়গা করে নিয়েছে ময়লারস্তূপে নিদারুণে অবিরত!

পেয়েছ কি কোনো বেনামি চিঠি-
লিখেছে যে, এমন কোনো প্রেরকের পরিচয়?
শহরের পর শহরের দূরত্ব শেষ তবুও মেলে না তাকে।
কাকে খুঁজতে গিয়ে মিথ্যা মরীচিকার মায়ায় পড়ে কাকেই-বা হারাতে হয় বেলা শেষে!

"মানুষ কমুক, মানুষ কমান"

জীবনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষ বেড়েছে, বাড়ছে। মানুষ বাড়লে তাদের প্রতি মনের চাহিদা বাড়ে, অনুভূতি বাড়ে। একেক মানুষের ওপর একেকটা প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায়, বাধা দেওয়ার সাধ্য কার দখলে? পরিচিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষ ভালো থাকতে পারে না। সবার ভিতরে থেকেও মানুষ নিজেকে একা মনে করে আর যখন সে একা থাকে তখন মাথায় জায়গা করে নেয় পরিচিত মানুষগুলোর মুখ, তাদের প্রতি জমা রাগ অভিমানের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা।

মানুষ কমুক, মানুষ কমান। কোনো ভূমিকা নেই তবুও তাদের রেখেছেন। নীরব দর্শক মানুষগুলোকে পৃথিবীর আরেক মেরুতে সরিয়ে রাখুন। সমস্যা নেই, তাদের মন এতটুকু ক্ষুণ্ন হবে না! তাদের কাছে আপনি কোনো যাওয়া-আসার বিষয়ই নন। একবার ছেড়েই দেখুন, এই মানুষগুলোকে খামোখা নিজ ক্ষেত্র পরিসীমায় টেনে ধরে রেখেছিলেন। তাদের না থাকার চেয়ে থাকাটা আপনার জন্য বরং যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ একা বাঁচতে গিয়ে মরে যায় না বরং বাঁচতে শিখে। যে বাঁচায় বুক ভরে শ্বাস নেওয়া যায়।

হোক বাস্তব জীবন কিংবা কল্পনার জগত। পরিচিত নামগুলো চোখের সামনে সবুজ বাতি নিয়ে সক্রিয় আছে সেথায় অথচ মনে হচ্ছে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা বরং কথা বলুক, সময় দিক। না তারা কেউ থাকছে না, তারা আপনার ভিতর বাহিরে তৈরি হওয়া অভাবগুলো বুঝে না। দু-ফুটেরও কম দূরত্বে রোজ আপনায় ঘেঁষে থাকা মানুষগুলো আপনায় বুঝতে চায়নি কখনো, এদের অনুভূতিতে আপনি ছিটেফোঁটা জায়গা জুড়েও বিরাজ করেন না। এদের সাথে আপনার মনের দূরত্ব সহস্র মাইল। ঘরের কোণে উদাসীন চোখে তাকিয়ে আপনার ঘণ্টা কেটে যায়, কন্ট্যাক্ট লিস্টে কত প্রিয় নাম অথচ তাদের প্রতি আস্থাটাই জন্ম নিচ্ছে না। তারা কিই-বা করতে পারে আপনার জন্য!

আপনার প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় মানুষের সংখ্যা ঢেড় বেশি, এই অপ্রয়োজনীয় মানুষগুলোকে দয়া করে আপনার জীবন ভূমিতে আবাদ করে কষ্ট বাড়াবেন না। তারা বরং তাদের প্রয়োজনীয় মানুষের দখলেই থাকুক। আপনার দখলে তাদের পিছুটান নেই।

জীবনটা যার যার জায়গা থেকে এক বিদঘুটে অভিজ্ঞতামাখা মুহূর্ত। সারাক্ষণ শুধু কেমন আছি—এর জবাবে "ভালো আছি" বলে পাশ কেটে জীবন এগোচ্ছে। সবকিছু উপেক্ষা করে কতটা দূর এগোনো যায়? মানুষ কতদূর এগোয়? জীবনের বিষাক্ত জঞ্জাল সব সাফ করে মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক, শেষ নিঃশ্বাস ফুরানোর আগ অবধি।

"ভালোবাসা ঠাঁই পায়নি?"

পুরানো হয় না-কো স্মৃতি,
পুরানো হয়ে যায় মানুষটি!
রোজ ভরছে মস্তিষ্ক আমাদের,
স্মৃতির জঞ্জালে দারুণ।
মন থেকে খুঁজো না-কো আর,
মনের মতো করে পাওয়া হবে না তাকে।
এইতো নিঃসঙ্গতা ভিড়ছে ভারী,
একা হয়ে গেছে আমাদের নিত্যকার দিবানিশি।

চাইলেও যায় না-কো ভুলে যাওয়া তাকে,
ভালোবাসার প্রতিদান যাকে বলে।
কী এমন অভিশাপ নেমে এলো হায়,
দুজনার দূরত্ব এভাবেই গেল বেড়ে।
বেসুরো হয়ে গেছে সব তাল,
শব্দ নেই এ কণ্ঠে গাওয়া গানের।
রাতের আঁধারে নেমেছে নিকষ কালো,
শেষ ভরসায় তবুও জেগে ওঠেনি কোনো আলো।

হয়তো এমনটা না হলেও পারত,
বিচ্ছেদের রঙে সাজার এ বৃথা চেষ্টা।
চাইলেই এগোনো যেত আরো,
দুটো মন রয়ে যেত ভালোবাসার রঙে মাখা।
বদলে যায় সে তো সময়,
বদলে যাওয়া কি মানুষের ধর্ম!
ভালোবাসা কেন জেগেছিল তবে,
মিথ্যাভরা এই শহরের অবয়বে।
মরীচিকা পড়ে চলেছে শত মনে,
তাদের আর্তনাদে ভারী ট্রপোমণ্ডলের বায়ু ভীষণ।
ভুলে যেও না-কো কভু কেহ,
শেষ বেলায় জ্বলে ওঠা আগুনেই পুড়বে দেহ।

"তুমিময় সন্ধ্যা"

একটা সন্ধ্যা নামুক তোমার আমার নামে,
বিষাদগুলো জমা হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক অগ্নিশিখার উত্তপ্ত আগুনে।
একটা প্রদীপ জ্বলে উঠুক এ সন্ধ্যায়,
বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক গোটা শহরে।
মাঝে মাঝে মোড়ের সোডিয়াম নিয়নের ল্যামপোস্টগুলো
জ্বলে ওঠার অনুমতি পাক তোমার একরোখা বায়নায়।
এই সন্ধ্যায় বকুল কিংবা শিউলি ফুল ফোটা বারণ,
তোমার খোলা চুলের গন্ধে মুখরিত হোক চারপাশ—এই তার বিশেষ কারণ।
বেলকুনিতে আজ মিটি মিটি জোনাকির আনাগোনায় আইনি নিষেধাজ্ঞা জুটুক,
ওই ক্ষীয়মাণ প্রদীপটা জ্বলুক শেষ অবধি—
তোমাকে বারবার স্বচক্ষে দেখার একমাত্র উৎস হিসেবে।

ঝিঁঝি পোকার সমুদয় ঝিঁঝিঁডাক আজ দমিয়ে যাক,
তোমার স্বচ্ছ কাচের চুড়ির সংঘর্ষে বেজে ওঠা ছন্দ শব্দ তালে।
বৃষ্টি আসলে আসতে পারে খুব বেশি একটা বারণ নেই এ সন্ধ্যায়,
তবে ভেসে বেড়ানো মেঘগুচ্ছের ফাঁকে জ্যোৎস্না স্নান দেখার কোনো সুযোগ ছাড়া হবে না।
এমন একটা কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যার অপেক্ষা দীর্ঘদিনের,
যে সন্ধ্যায় সকল সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল পেরিয়ে দুটি মন কেন্দ্রভূত হয়ে যায় এক মনে।
বেহিসাবি কথোপকথন কখনো বা নীরবতার জালে ফেঁসে দুজন বাকরুদ্ধ হয়ে হারিয়ে যাব অগাধ গভীরে কিংবা গঙ্গার যৌবনে প্রবাহিত পানির বয়ে চলার কাল্পনিক শব্দ অনুভবে।

এই বিশেষ উৎসুক সন্ধ্যার অপেক্ষা স্বরূপ আমার জানালা ভেদ করে পাখিদের গুঞ্জন ভেসে আসে না বহুদিন,
বসন্ত বাতাসে ভেসে আসে না মোহমিত কোনো ফুলের সুবাস।
এ সন্ধ্যার ব্যাপ্তি ঘটুক দীর্ঘকাল ও সহস্র রাত,
দুজনার প্রণয়ের শেষঘণ্টা যেন না বেজে ওঠে খুব শ্রীঘ্রই সময়ের নির্মম ব্যস্ততায়।
ভোররাত পেরিয়ে ভোর হোক অনেক পরে,
পশ্চিম আকাশে শুকতারা উঠতে বিলম্ব ঘটুক।

আমাদের সন্ধ্যার সময়সীমা না কাটতে শত বারণ-
অজুহাত জুড়ে দিব আজ স্রষ্টার পানে।
এদিকে প্রদীপটা নিভু নিভু শেষ সংকারে প্রাণ ত্যাগ,
প্রদীপের এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আত্মবিসর্জন সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে।
বন্দি এই অন্ধকার ঘরে তুমি আমি সঙ্গবদ্ধ,
জানালা দ্বার ও হৃৎস্পন্দনের প্রয়াল কম্পন।
ভয়ার্ত তুমি আশ্বস্তের বায়নায় স্পর্শ করলে আমার হাত।
ভয় নেই এই অন্ধকার বিশেষ একটা কারণ হয়ে উঠুক আমাতে তোমার মিশে যাওয়ার।

"নিজেকে ভালো রাখুন"

আপনার মনখারাপে এ শহরের দেয়াল এতটুকু ভিজবে না, শোক প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হবে না কোনো গণমাধ্যমের শিরোনামে। সহানুভূতি দেখিয়ে কেউ এগিয়ে এসে মুছে দিতে চাইবে না আপনার অশ্রুসিক্ত চোখ। তবুও কেন আপনি এমন! নিজের কষ্টটা নিজের ভিতর পুষে রাখা যায় না? কেন বারবার প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় কেউ!

আপনার নীরবতায় কোলাহল থামবে না, এক মুহূর্তের জন্যও থামবে না কথিত প্রিয়জনের ব্যস্ততার সমারোহ। চায়ের দোকানের বেজে চলা অবিরাম গান কিংবা হাইওয়ে হয়ে বয়ে চলা গাড়ির হর্ন, কিচ্ছু থামবে না। শব্দের মাত্রা কমবে না বিন্দু মাত্র।

ভোর হলেই রোজ নিয়ম করে পাখিরা ডাকবেই, ব্যস্ততা বাড়বেই যার যার স্বতঃস্ফূর্ত দৈনিক রুটিনে। তবুও কেন নিজেকে বাকহীন ব্যক্তিত্বে ডুবে রাখার এত প্রয়াস, কেন নিজেকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়, কেউ একজন আপনার সাথে কথা বলার জন্য সময় বের করে রাখে রোজ। আপনার একাকিত্বে শহরের জ্যাম ঠেলে কোনো প্রিয়জন আসবে না,

২৪৪১১৩৯ এ কল করেও মিলবে না বেলাবোস। আপনার একাকিত্বে সঙ্গ মিলবে না কাঙ্ক্ষিত জনের, শুধু জুটবে চারিপাশের অসহনীয় হই-হুল্লোড়ের অবাধ গোলযোগ।

চায়ের কাপে ছাপ থাকবে না দ্বিতীয় কারো, ইনবক্সে ভাসবে না আপনাকে নিয়ে কারো কোনো উদ্বেগ কিংবা নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগ। তবুও কেন সারাক্ষণ প্রিয়জন প্রিয়জন করে মনখারাপ সৃষ্টির এত আয়োজন। না মিলবে না কেউ! দেয়াল ডিঙ্গিয়ে আপনায় উদ্ধারের এত সময় কারো কাছে নেই। জেলবন্দি এমন এক কয়েদি হয়ে নিজেকে বন্ধ করেছেন অথচ শত মাস ফুরালেও আপনার খোঁজ নিতে আসবে না কেউ। বস্তির ঢিলেঢালা চালা ঘরের বেড়া ভেদ করে কান্নার আওয়াজ মাইল দূরে হতে কানে বাজলেও, কংক্রিটের চারদেয়াল ঘেঁষে বালিশ ভেজা আপনার কান্নার রেশ বেলকনি অবধি পৌঁছাবে না।

এ শহরে নির্মমতা আপনায় কাঁদাবে রোজ। চোখ মুছতে টিস্যু রাখুন তবুও দ্বিতীয় কারো কথা ভুলেও চিন্তা করবেন না। নীরবতা ভাঙুন, এতদিন ধরে বন্দি থাকা দেয়াল টপকে শ্বাস নিতে শিখুন, ব্যস্ততার ভিড়ে নিজেকে জড়ান। প্রমাণ করুন আপনার জন্য আপনি কতটা প্রয়োজন।

গলা ছেড়ে গাইতে থাকুন যা ইচ্ছে তাই বেসুরো সুরে,
গলির মোড় কিংবা নদীর ধারে–
রোজ সূর্য উদয়ের পর কিংবা রাত গভীর হলে।
দিনশেষে আমি ভালো আছি,
মনখারাপের শহরে!

“তুমি অপয়া”

পৃথিবীর সব নারীরাই সুন্দর।

নারী শব্দটাই যেন পেয়ে বসেছে অভিধানের সবচেয়ে শ্রুতিমধুর শব্দের একচেটিয়ে খেতাব। নারী মানেই গঙ্গার বুক চিড়ে বহমান স্রোতের কলকল ধ্বনির সাবলীলতা, নারী মানেই শরতের মেঘঘেঁষা আকাশে ঠাঁই গোঁজা এক চিলতে মেঘের শুভ্র নির্মল ছায়া। কবির দুচোখে সব নারীরাই সুন্দর রূপে ধরা দেয় সর্বক্ষণ। শুধু তুমিই কখনো আমার চোখে সুন্দর হয়ে উঠতে পারোনি বর্তমান অবধি, এ ব্যর্থতা কি একান্ত তোমার না?

সব মেয়েরা কৃষ্ণ কলি কিংবা শ্যামা হয়ে অনন্য সুন্দর হয়ে উঠে এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে কৃষ্ণচূড়া যুগলের ফুটে ওঠার অবাধ বায়নার সৃষ্টি হয়। তুমিই শুধু এ কৃষ্ণচূড়া ফোটার সাক্ষী হতে পারোনি, কোনো শতাব্দীর কালঘেঁষা গোধূলি কিংবা স্নিগ্ধ ভোরের নমনীয়তায়। সবাইকে নীল-লাল শাড়ীর ভাঁজে মুড়িয়ে এক মুগ্ধময়ী চরিত্র দান করা যায় অপরূপা বেশে, শুধু তোমার বেলায় এসে বাহারি রঙের চুড়ি হাতে কিংবা শাড়ির ভাঁজে আবৃত তোমাকে মানায়নি এতটুক।

সব নারীকেই রূপা সম্বোধন কিংবা অপরিচিতায় রূপ দিয়ে শত শত কবিতা, শ্লোক বা উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু তোমার বেলায় এসে কোনো শব্দই তৈরি হতে চায় না তোমার বর্ণনার প্রয়োজনে।

তুমি কি সত্যি অপয়া?

তুমি কি সৃষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও শ্রেষ্ঠের তালিকায় সর্বনিচ!

সবার এত মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বায়না কেন তোমার প্রতি?

তোমার নাকের নোলকের আওয়াজে কারো কর্ণথলি কেঁপে ওঠেনি কেন কখনো,

তোমার কপালের লাল টিপে কারো চোখ থমকে দাঁড়ায়নি আজ অবধি!

কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? জগতের সব অপবাদ তোমার প্রতি নিক্ষেপ করা হয় শতবার, তবুও তোমার অস্তিত্ব বিলীন না হয়ে জন্ম নিচ্ছে এ তটে আবার। তোমার অস্তিত্ব নিয়ে তুমি আড়াল হচ্ছ দিবারাত এড়িয়ে চোখ শত জনার, তোমার রহস্যময়ী চরিত্রের ছেদ ঘটাতেই আমার যতশত আয়োজন রোজ এ জন্মে, অন্তিম সৎকারের ক্ষণকাল আগেও চাই তোমার চরিত্র উন্মোচন হোক সবার সামনে!

"ইচ্ছে পূরণ"

বই পড়ার নেশায় বুঁদ হওয়া মানুষটা আজ টাকার অভাবে বই কিনে তার নেশা কাটাতে ব্যর্থ. সেই মানুষটা একদিন তার চারপাশে সেগুন কাঠের তৈরি হরেক রকম শেলফ ভর্তি বই পাক। মফসসল থেকে শহরে দুচোখ ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে আসা নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেটা তার যোগ্যতায় একদিন লাখ টাকা বেতনের চাকরি পাক।

লিখালিখিতে অভ্যস্ত লেখকের লেখা পাঠে তার পরিচিতজনদের আগ্রহ নেই. একটা সময় তার অবহেলিত সব লিখা পুরো পৃথিবী জুড়ে থাকা বই পাঠকের দরজায় কড়া নাড়ুক। সময়ের অভাবে প্রিয়জনকে সময় না দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত মানুষটা একটা সময় ব্যস্ততার বাহিরে গিয়ে রোজ পরিবারকে সময় দেওয়ার সুযোগ পাক।

শেষ বয়সে মা-বাবার খেদমতে নিয়োজিত না থাকতে পারা সন্তানগুলো অনুশোচনাবোধের জায়গা থেকে একদিন বৃদ্ধাশ্রমে উপেক্ষিত অসংখ্য পিতামাতার সেবা করার দায়িত্ব নিক। স্রষ্টার শুকরিয়া আদায়ে বিমুখ মনের মানুষটা একটা সময় গিয়ে সিজদায় নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জায়নামাজে অজস্র অশ্রু ঝরাক।

বদমেজাজ, সংকীর্ণ স্বভাবের দরুন সম্পর্ক নষ্ট করা মানুষটার মাঝে পরিবর্তন আসুক। সম্পর্কের স্নিগ্ধমাখা সৌন্দর্য তার স্বভাবে ফুটে উঠুক ভীষণভাবে। বিশৃঙ্খলায় ছয়লাপ সমাজের মানুষগুলো আবার সামাজিক হোক, বিবেকবোধের প্রবলটানে সমাজে শৃঙ্খলা জেগে ভারসাম্য ফিরুক।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট একবেলা খেয়ে, দুবেলা অভুক্ত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হোক উঁচু দালানের মানুষগুলোর হৃদয়, তাদের আন্তরিকতায় হতদরিদ্র পরিবারগুলোর দ্বারে দ্বারে তিনবেলা খাবার পৌঁছাক নিয়মিত। নিরাপত্তাহীনতার প্রহর কেটে নিরাপত্তা প্রসারিত হোক, নির্দয় মস্তিষ্কে মনুষ্যত্বের সহানুভূতি জায়গা করে নিক।

মানুষের মাঝে এভাবে পরিবর্তন আসুক, গতানুগতিক ধারার বাহিরে গিয়ে মানুষ সুন্দর হোক, সামর্থ্য বাড়ুক। ছোট্ট জীবনে অপ্রাপ্তির সংখ্যা কমে প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়ে যাক,

পৃথিবীটা আমাদের প্রাপ্তিতে সুন্দর হয়ে উঠুক ফের।

"চাহিদা"

মানুষ সত্যিকার অর্থে আসলে কী চায়? সেটা সে নিজেও জানে না। তবে যেটা চায় সেটা নির্ধারিত একটা চাহিদা অবধি সীমাবদ্ধ মাত্র। পূরণ হয়ে গেলে মন হাঁসফাঁস করে নতুন চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে। শখের নতুন ফোনটাতেও একটা সময় গিয়ে আসক্তি কমে যায়,

যে বাইকের নাম কিংবা রঙে মন নেচে উঠত—সেই বাইকে ধুলো জমে যায় অথচ খেয়ালই নেই। নতুন উপন্যাসের প্রতি থাকা ঝোঁকটা একবার পড়ে ফেললেই কেমন যেন দমে যায়।

পছন্দের গানের লিরিকে একটা সময় বিরক্তি আসে।

বর্ষায় মেঘ চুইয়ে ঝরা পানি প্রথম ভেজাতেই সুন্দর, টানা কদিনের বৃষ্টিতে একঘেয়ামিতা আসে। না পাওয়া অবধি ভিতরে জমে থাকে কৌতূহল, থাকে স্বপ্ন, থাকে যত্ন সঙ্গে থাকে একবার পেয়ে গেলে বোধহয় সবচেয়ে সুখী হব এমন বাসনা অথচ সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিস একবার অধিকারে চলে আসলে মানুষ ধীরে ধীরে আসক্তি হারায়, হারায় যত্ন। মানুষ ভাবে, যে অভাববোধ তাকে আজ পোড়াচ্ছে তা একবার পূরণ হয়ে গেলে সে সুখী হবে।

কিন্তু বাস্তবতা তার উলটো চিত্র ফুটিয়ে তোলে। দূর হতে যে চোখের মায়ায় পড়ে প্রেম হয়, একটা সময় সেই চোখে চোখ রাখারও ইচ্ছে হয় না। যখন অধিকারের বাহিরে ছিল তখন নিজের করে নেওয়ার জন্য সে কী ভীষণ তাড়না, ব্যস্ততা ও অস্থিরতা। একবার অধিকারে পেয়ে বসলে আর কী? পেয়েই তো গেছি। এ প্রজন্মের কাছে ভালোবাসা কি শুধুই আসক্তি? এটার কি নির্ধারিত সীমারেখা আছে, যে একবার সেই অবধি পৌঁছলেই ভালোবাসা ফ্যাকাশে হয়ে যায়! মানুষ তার অনির্ধারিত সব চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ছুটতে ছুটতে যখন জীবনের শেষ কালে এসে দাঁড়ায়, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে তার দখলে সত্যি বলতে কিছুই নেই। সারা জীবন পার্থিব সম্পদের পিছনে ছুটতে গিয়ে দিনশেষে খালি হাত নিয়ে ফিরতে হচ্ছে অন্ধকার ঠিকানায়, যেটা তার জন্য একমাত্র পূর্বনির্ধারিত সত্য।

মানুষ বড়োই অদ্ভুত! নিজের নির্দিষ্ট চাহিদাটুকুও বুঝে না, জানে না ঠিক কতটা পেলে তার মনের ক্ষুধা মিটবে, কতটা চাহিদা পূরণ হলে তার ছুটে চলা থামবে? আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা খুব কম মানুষকেই নিজের নফসের ওপর, নিজের চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়েছেন। আর যারা নিয়ন্ত্রিত তারাই তো সফল। বাকি থাকা আমরা তো শুধুই ছুটে চলি, গন্তব্যহীন পথের পথিক। এই ছুটে চলা মানুষগুলো কখনো থামে না, থামার আশ্বাস দিয়ে আপনাকে থামিয়ে সে আবার নতুন পথে ছুটবে। এভাবে তার শরীর হতে রুহ না বিচ্ছিন্ন হওয়া অবধি তার হৃৎস্পন্দনের তীব্র গতিবেগ থামবে না।

"মায়া না-কি মোহ"

কিছু সম্পর্কের নাম থাকে না।
বর্ণ থাকে না, থাকে না কোনো রূপভেদ।
নাকে ঝাজার মতো কোনো গন্ধ নেই।
শুধু একটা টান আছে, মায়ার টান।
দূরত্ব যদি হয় আকাশছোঁয়া পথের,
কিংবা যদি হয় পৃথিবীর দুমেরু বরাবর-
তারপরেও এই টানে এতটুকু ছেদ পড়বে না কখনো।
মানুষ এই মায়াকে যত্ন করে পুষে,
কিছু মানুষ এই মায়াকে আগলে বাঁচে,
কিছু মানুষ এই মায়ায় বিদ্ধ হয়ে ঝলসে যায়।

কিছু সম্পর্কের আবার নাম আছে,
আছে ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়ার মতো কটু গন্ধ!
মানুষ এসব সম্পর্কের মায়া উপেক্ষা করে পা ফেলে।
কিছু সম্পর্কে হিসেব নিকেশ থাকে,
যার শেষটা হয় বাকি খাতায় তুলে রাখা দেনা-পাওনার ন্যায়।
কিছু সম্পর্ক কেনাবেচা হয় দরদামে,
কিছু সম্পর্ক নিলামে উঠে,
অধিকার ভুক্ত করে নেওয়ার যোগ্যতা তখন একান্তই প্রভাব বিস্তারের দাপট।
সম্পর্কে হরেকরকম ধরন আছে—
আছে হরেকরকম স্বাদ সঙ্গে হরেক রকম বর্ণ।
এক সম্পর্কে জীবন অতিষ্ঠ তো
আরেক সম্পর্কে জীবন তুষ্ট।

মানুষ যতটা আগ্রহে সম্পর্ক গড়ে,
কিছু মানুষ ততটা তিক্ততায় সম্পর্ক ভাঙে।
সম্পর্ক হোক বরং সদ্য ফুটে ওঠা কোনো বেলিফুলের পাপড়ির ন্যায় শুভ্র।
সম্পর্ক হোক নিঃশ্বাসে জাগা প্রতিটা উষ্ণ শব্দ দোল।
সম্পর্ক হোক পুঁজিবাদী ধাঁচে গড়া সমাজে বিপ্লবী স্ফুটন।
সম্পর্কে মায়া বাড়ুক, মায়ায় থাকুক বিশ্বাস,
আর বিশ্বাসে থাকুক থেকে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি।

"ভালোবাসার মানুষ নেই"

ভালোবাসার জন্য এখন কোনো মানুষ নেই,
ভালোবাসায় বিদ্ধ হওয়া প্রাক্তনমন একটা সময় নগ্ন শরীর ছিঁড়ে খায়।
ভায়োলিনের সুরে ভেসে ওঠা কণ্ঠে একটা সময় বিষাক্ত প্রশ্বাসের স্পর্শ মেলে।
অধিকার চেয়ে বসা হাত দুটো হঠাৎ হিংস্র হয়ে ছিনিয়ে নেয় আগলে রাখা সম্ভ্রম।

ভালোবাসার জন্য এখন কোনো মানুষ নেই,
যারা আছে তারা মানুষ বেশে মুখোশ ঠেসে
ক্ষুধার্ত শরীরের বাসনা মেটায়।
মানুষে মানুষ বিরোধ এনেছে,
ছড়িয়েছে অশুভদের জয়গান,
কণ্ঠে জেগেছে অস্তিত্ব সংকটের ডাক।

ভালোবাসার জন্য এখন কোনো মানুষ নেই,
দগ্ধ শরীরে প্রশ্বাসের দরুন বাতাসে ছেয়ে যায় তিক্ত বিষাক্ততার আভা।
বেঁচে ফেরা পথিকের দমেছে বাঁচার আকুতির লাজ,
বিদীর্ণ দর্পণে দেখা চেহারায় এঁটেছে ব্যক্তিগত এক অসুখী ভাঁজ।

ভালোবাসার জন্য এখন কোনো মানুষ নেই,
যারা আছে তাদের বিচরণে ঘটছে মহামারী
আর পিছুটানে হারিয়েছে ব্যক্তিগত যত অনুভূতির বিষুবীয় রেখাতট।
এক কল্যাণীতে আসক্ত অনুপমের ভীষণ শূন্যতায়,
শেষের কবিতায় আজ ধূলি ছুঁয়েছে অবহেলায়।

"অন্ধ প্রেমিক"

একজন প্রেমিকার চাওয়াগুলো কেমন হতে পারে তার প্রেমিককে ঘিরে।
হয়তো অনেকটা এমন...

প্রেমিক, সে তো বাষ্প হয়ে ভেসে ওঠা আকাশছোঁয়া সাদামেঘ।
আমার অস্তিত্বে সে, আর তার মাঝে আমার সবটা ডুবে থাক।
শুনেছি প্রেমিক পুরুষের স্পর্শ শোভা পায় প্রেমিকার শাড়ির ভাঁজে,
আমি চাই সে যেন নিজ হাতে শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আমার কোমর জাপ্টে থাকে।
আমি চাই আমার আস্থার মূল্য দিয়ে সে তার গল্পজুড়ে শুধু যেন আমিময় চরিত্র সৃষ্টি করে তোলে!

পৃথিবীর সব প্রেমিকরাই নাকি স্বার্থপর,
প্রেমিক মানেই নাকি রাগান্বিত মুখে নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর।
তবে আমি চাই আমার প্রিয়জন আমাকে তার শ্বাসে মিশিয়ে নিক,
আমি চাই তার কোমল মুখের দিকে তাকালে আমি যেন ভালো থাকার কারণ খুঁজে পাই।

প্রেমিকরা নাকি শুধুই দুধের মাছি!
স্বার্থ হাসিল নামক বদনাম রটে গেছে প্রেমিকদের নামে শহরের দেয়ালে দেয়ালে,
আমি চাই সবার জীবনে প্রেমিক থাকা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াক-
বদনাম ঘুচে যাক প্রেমিকের নামে রটানো সব ভাবনার বিষ।

আমার খোলা চুলের মায়ায় পড়ে যেন সে সব ব্যস্ততা ভুলে যায়,
আমার চোখের মায়ায় পড়ে যেন সে বারবার পথ ভুলে আমার পানেই ফিরে আসে শেষ আশ্রয়ে।

আমার খোঁপায় যেন গুঁজে দেয় তার বুক পকেটে থাকা কাঁচা শিউলি ফুলের মালা,
আমার হাতে যেন স্পর্শ পাই তার বিশ্বস্ত হাত দীর্ঘ পথ চলার।
পৃথিবীর সব প্রেমিকের কলুষিত বদনাম মিটিয়ে যাক,
আমার প্রেমিকের ভূমিকায়।

প্রেমিকরা হয়ে উঠুক বিশ্বস্ত।
যুগে যুগে তারা যেন অমর প্রেমের গল্প ছড়ায়।

"ভালোবাসি প্রিয়"

আচ্ছা, তুমি তো মুখে বিরামহীনভাবে বলো আমায় বড্ড ভালোবাসো। অনর্গল বলে বোঝাতে চাও, প্রতি নিঃশ্বাসে আমায় অনুভব করো। তবে আমি সেই সময়টার কথা বলছি, যখন তোমার নিঃশ্বাসে শুধুই অক্সিজেন থাকবে আমায় প্রতিক্ষণ অনুভবের কথাটি মিথ্যা হয়ে যাবে, সঙ্গে মাত্র একটিবার ভালোবাসি বলার জন্য কোনো শব্দ উচ্চারণ হবে না তোমার কণ্ঠস্বর হতে।

এখন তো রোজ রাতে ঘুম ভেঙে বা ঘুমহীন মধ্যরাতে কথা বলতে বলতে ভোর রাতে এসে পৌঁছাই দুজনে বেখেয়ালি বায়নায়। আমি সেই সময়টার কথা বলছি যখন একটা ফোনকল দূরে থাক প্রিয় মানুষটির নাম্বারটিও হয়তো বা সেভ করা থাকবে না বিশেষ কোনো নাম কিংবা উপমায়।

পছন্দের প্রিয় রঙের টিপ, চোখ ভরা কাজল মাখা ছবি তুলে পাঠানোর অভ্যাসটা একদিন বিলুপ্ত হবে। বিলুপ্ত হবে নীল কিংবা লাল রঙের শাড়িটি পরেও বলার একসময়ের অনুকূলে থাকা অধিকারটা। বারবার দেখতে চাওয়ার বায়নাগুলো একটা সময় মিশে যাবে সময়ের হস্তক্ষেপে। ভুল করেও দর্শন হবে না প্রিয় মুখটি ক্ষণিকের তরে। বর্তমান সময়গুলোতে তুমি ইনিয়ে বিনিয়ে আমার কাছে ছোটো ছোটো বায়নার জেদ বসিয়ে দাও, আর তা পূরনের নিমিত্তে স্বার্থ অনুযায়ী কখনো চুড়ি কখনো নূপুর কখনো বা কাঁচা শিউলি মালা দিয়ে তোমায় খুশি রাখার চেষ্টা করি কিন্তু একটা সময় এই তুমি- আমার দেওয়া হাত হতে চুড়ি, পা হতে নূপুর কিংবা ডাস্টবিনে শুকিয়ে যাওয়া বেলী ফুলের মালাটা হাতে দিয়ে বলবে, ‘তোমার সঙ্গে তোমার সব স্মৃতির মুক্তি আজ হতে।’

বৃষ্টি আসলে হয়তো আর বলবে না, চলো এক সাথে বৃষ্টিস্নানে মাতি, কিংবা শরীরে জায়গা নেওয়া ভীষণ সর্দি বা জ্বরে এই তুমিটার হবে ব্যাপক অনুপস্থিতি।

‘তুমি আমার সব, তুমি আমার অস্তিত্ব’- বলা কথাগুলো দিন শেষে উপস্থাপন হবে উপহাস হিসেবে। আমি সেই সময়টার কথা বলছি, যখন তুমি আমার কিংবা আমি তোমার প্রয়োজন থেকে অপ্রয়োজন হয়ে যাবো, অদূরভবিষ্যত অবধি কল্পিত পরিকল্পনাগুলো হবে ভিত্তিহীন-মিথ্যা প্রহসনে হবে সব হাসির খোরাক। তোমার অনুপস্থিতি পূরণ করবে জলন্ত কোনো দামী ব্রান্ডের সিগারেট, প্রতিটা ধোঁয়ায় ছেড়ে দিব তোমার প্রতিটা সংরক্ষিত বেইমানি স্মৃতিকে স্মরণ করে।

আমি-তুমি,
তুমি-আমি
শুধু এই দুটো চরিত্র নিয়ে লিখা গল্পগুলো
একটা সময় জায়গা পাবে নর্দমায় কিংবা ধূলোর আস্তরণের ভাঁজে ভাঁজে।

তারপর...
এই কোলাহল থামবে না, সঙ্গে তুমিও থামবে না কিংবা আমিও।

'তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারব না'— একসময়ের জনপ্রিয় এই কঠিন সত্যটাকে মিথ্যা করে দিব্যি বাঁচব তোমায় ভুলে। শূন্য জায়গাটা হয়তো বা ভুল করে একদিন পূরণ হবে,

তুমি হবে ভুল করে মনে হওয়া এক কালজয়ী অতীত। তবুও এ মন নাছোড়বান্দা,

মিথ্যা স্বপ্নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুটো মনের সন্ধি ঘটাবেই, যতক্ষণ অবধি তুমি আছ কণ্ঠস্বর কম্পিত হয়ে বার বার বলবেই, ভালোবাসি প্রিয় বড্ড ভালোবাসি তোমাকে!

"একা বাঁচতে শিখো প্রিয়"

আমার প্রয়োজনে আমি কিংবা দিনশেষের গল্পটা আমার নিজের।

এমন শব্দযোগে বাক্য লিখতে বসা মেয়েটাও লেখা শেষে ছাদে গিয়ে একা থাকার যন্ত্রণায় ছটফট করে। একা বাঁচতে শেখো প্রিয় শিরোনামের গান গেয়ে ওঠা ছেলেটা গান শেষে নিজেকে অশ্রুসিক্ত চোখে আবিষ্কার করে বরাবরই। একা আছি বেশ আছি, কাউকে লাগে না দিনশেষে। আপনার অনুভূতির কম্পন চার দেয়ালে বাধা পেয়ে আপনার কাছেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, তাই দ্বিতীয় কারো উপস্থিতি আপনার জন্য বড্ড বিরক্তিকর।

এতসব একা থাকার যৌক্তিকতা ম্লান হয়ে যায় যখন আপনার অনুভূতি-আবেগগুলো বুকে জমতে জমতে একটা সময় দম বন্ধ হয়ে আসে, এতসব একা থাকার যৌক্তিকতা নত হয়ে যায় যখন আপনার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় এতটুকু সান্ত্বনা অভাবে। না আসলে একা থাকা যায় না, দিনশেষে সবার একটা নিজের মানুষ লাগে নিজের অধিকারে থাকার মতো মানুষ। সেই মানুষটা বলতে রাতের শহরে নির্জন পথের সঙ্গী কিংবা আঙুল উঁচিয়ে ভুল ধরিয়ে দেওয়া মানুষটার কথা বলছি না, বলছি না রাগ অভিমানের গেঁড়াকলে রোজ পিষ্ট হয়ে দূরত্ব সৃষ্টি করা মানুষটার কথা। সেই মানুষটার কথা বলছি যে আপনার স্বরযন্ত্র কম্পিত হওয়ার আগেই আপনায় বুঝে ফেলার দৈব সক্ষমতা নিয়ে সৃষ্টি হয়।

সে মানুষটা আপনার নির্ঘুম রাতের ভেজা চোখে হেসে ওঠার কারণ হয়ে জন্ম নেয় বারবার। পৃথিবীতে সবার সাইকোলজিক্যাল ভাবনাগুলো একই। পার্থক্য শুধু কেউ চিৎকার করে কাঁদে আবার কেউ চোখ না ভিজিয়ে কাঁদে। যান্ত্রিকবাদের এই শতাব্দীতে অনুভূতিহীন কঠিন মনের মানুষটাও নিজের অজান্তেই তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কারো উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, প্রতিনিয়ত সবাইকে হাসাতে থাকা মুখে কৃত্রিম হাসি ছড়ানো মানুষটার ভেতর লুকানো থাকে একা থাকার যন্ত্রণার বিষ।

খোঁজ নিন কেউ ভালো নেই। ভালো থাকার অভিনয়ে সবাই এতটা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি যে, কেউ যদি দেয়াল টপকে আপনায় দেখতে না আসে তবে আপনার শূন্যতার তীব্র হাহাকার আপনার কংক্রিটের দেয়াল পেরিয়ে আপনার মা-বাবার কাছেও পৌঁছাবে না কখনো।

"বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না"

আমাদের বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না।
প্রেমিকার হাত ছুঁয়ে রঙিন হয়নি
প্রেমিক মনের এক খণ্ড আকাশ।
আমাদের বহুদিন হলো ছুটে চলা হয় না
অবহেলায় ধূলোয় জমেছে শহর,
ছাদের রেলিং বেয়ে নুয়ে পড়েছে
শতফুল গাছ অনাদরে যতত্র।

আমাদের বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না।
সাইরেন বাজিয়ে ছুটে চলা ট্রেনে
জানালা ঘেঁষে উড়ে ওঠে না তোমার খোলা চুল,
বসন্ত বিলাসে শাড়িতে তুমি মেলে দাও না আঁচল।
শূন্য হয়ে পড়ে আছে প্রিয় চায়ের কাপ যুগল,
শুকিয়ে পড়েছে জলভর্তি বিল,
শাপলা ও কচুরি ফুলের আনাগোনা নেই সেথায় বহুদিন হলো।

আমাদের বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না।
আমাদের প্রেম হারিয়েছে মেঘের ওপারে,
গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেছে অনুভূতি বহুদূরে।
তীর ঘেঁষে ফিরতি ঢেউয়ে পড়ে আছে শুধুই খোলস,
ঝিনুকবিহীন নিতান্তই যা বড্ড মলিন।
হাতে হাত রেখে পথ চলা হয়ে ওঠে না বহুদিন, প্রতিশ্রুতিগুলো ভঙ্গুর প্রায়.
কথিত প্রাক্তন হয়ে বসে আছে আজ শত তরুণ-তরুণী।

আমাদের বহুদিন হলো প্রেম জমে ওঠে না।
বহুদিন হলো নেশা হয়ে ওঠে না তুমিময় মধ্যরাত,
ঘুম জোড়ানো আধো কণ্ঠে উচ্চারণ হয় না ভালোবাসি প্রিয়,
বড্ড ভালোবাসি শব্দের অগাধ পুনরাবৃত্তি।
বহুদিনের খরায় শুকিয়ে পড়েছে শিউলি মালা,
ঝরে যাচ্ছে সব সতেজ পাতা অনিয়মে রোজ,

কৃষ্ণচূড়াবিহীন এ শহরে ভোরের পথ শিশির সিক্ত হচ্ছে আজ কৃষ্ণচূড়া ছাড়া।

তবে এভাবেই কি সব ক্ষয়ে যাবে?
প্রকৃতির প্রচণ্ড আর্তনাদ,
কেন এ শহরে আবার প্রেম জেগে উঠছে না!
হঠাৎ শেষ বেলায় এসে প্রজাপ্রতি তোমার কান ঘেঁষে জানিয়ে দিল,
প্রিয়, আমাদের বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না!

"ভালোবাসি বলেই তোমাকে চাইনি"

আমাদের পারস্পারিক বিদায়ের আনুষ্ঠনিকতা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ভীষণ কেঁদেছিলাম। জানা ছিল না তখন অবধি দুজনার শারীরিক অবস্থানের মাইল দূরত্ব যে মনের দূরত্বকেও সহস্রমাইল অবধি বাড়িয়ে দেয়। কান্নার সময় মায়ের আঁচল পেলে বোধ হয় মুখ গুঁজে কেঁদেও শান্তি পেতাম। একা একা শব্দ করে কান্না করতেও বারণ, বড়ো হয়ে পড়েছি মহাজ্বালায়, অনেক নিয়ম মানতে হয়।

আমার কাছে বিচ্ছেদের রং মনে হয় নীল, বিচ্ছেদের বেদনা হয়ে ওঠে আকাশের মতো বিস্তৃত। সেই বিচ্ছেদের আকাশে হঠাৎ কোনো সুখ পাখি উড়তে দেখলে তখন সেটাও চোখের সামনে ডানা পুড়ে বহুদূর হারায়। সেই ভালো, ক্ষণিকের জন্য জাগা সুখ ক্ষণিকেই বরং প্রাণ হারাক।

আর হ্যাঁ, ভালোবাসি বলেই তোমাকে চাইনি, তাই তোমাকে পাওয়াও হয়ে ওঠেনি। এক জীবনে বড়ো রকমের অপ্রাপ্তি না থাকলে জীবনের সার্থকতা বলতে কিছু থাকে না। মানুষ অভাবে বাঁচে, পেয়ে গেলে মানুষের যুদ্ধ থেমে আসে আর যুদ্ধ করে না বাঁচতে পারাটাকে বলে কাপুরুষতা।

"প্রিয় অয়ন্তি"

প্রিয় অয়ন্তি,

আশা করি ভালো আছ। যেমন করে ভালো থাকে সন্ধ্যার আকাশে শিশিরসিক্ত কাঠগোলাপ। আমি জানি হয়তো এখনো রোজ সময় করে তুমি আকাশ দেখো, আনমনে তাকাও। হয়তো দীর্ঘশ্বাস নেই তবুও রয়েছে বিষণ্নতা ঘেরা এক চিলতে দৃষ্টিপাত। নীল আকাশ কখনো মেঘাচ্ছন্ন, কখনো মেঘশূন্য তবুও আকাশ সুন্দর তোমার মায়াবী দু-চোখের কোঠরে।

এখনো আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখো, ইচ্ছে করে হয়তো ভীষণ বদলে যেতে কিন্তু দিনশেষে নিজেকে আর পালটানো হয়ে উঠে না কারণ বদলে যাওয়া যে সব মানুষের শোভা পায় না, কিছু মানুষের বদলে যাওয়ায় প্রকৃতির সায় নেই। শরতের কোল ঘেঁষে আকাশ ছোঁয়া মেঘের জটলায় নিজেকে বেঁধে ভাসিয়ে হারিয়ে যেতে চাও, যেন মুক্ত হতে চাও অনুভূতির দেয়াল ছাড়িয়ে সহস্র মাইলের দূরত্ব অবধি।

আচ্ছা একটু শোনো, একটু ফিরে তাকাও। এক সময়কার পরিত্যক্ত নুয়ে পড়া বাসন্তী কিংবা বেলীফুল গাছের চারাগুলো এখনো বেঁচে আছে তোমার রোজকার যত্নস্পর্শে, তারা চায় পরের মৌসুমে তোমায় নিয়ম করে ফুল উপহার দিবে। যার গন্ধে মোহমিত হবে তোমার মন, অনুভূতির একচ্ছত্র আঙ্গিনা। তোমার বদলৌতে এত স্নিগ্ধতা, তোমার স্পর্শে এত কোমলতা-সেই তুমি না হয় থেকে যাও নিজেকে না বদলিয়ে এ শহরের বেঁচে থাকার শেষ ভরসা হয়ে।

—ইতি,
তোমার হারিয়ে যাওয়া শেষ বিকেল।

"শেষ বেলার আশ্রয়"

অসময়ের কোল ঘেঁষে আপনার এখন ভীষণ একাবোধ হচ্ছে। নিজের প্রতি বিরক্তি বাড়ছে ক্রমাগত। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দগুলোও কেমন যেন বিদঘুটে আর অসহীয় হয়ে উঠছে।

কথিত প্রিয় মানুষগুলো ক্রমশ অপ্রিয় বনে যাচ্ছে। কংক্রিটের শক্ত চারদেয়ালের আবদ্ধ ঘরে একটা মানুষ যখন এমন করে খুব অসহায় হয়ে পড়ে, তখন সে মানুষটা ভীষণ সহানুভূতি কাতর হয়ে পড়ে, বেড়ে যায় সুপ্ত বিবেকের নির্ভরশীলতা। সরল মনটা যখন খুব বিষণ্ন হয়ে ওঠে, স্থির মনটা যখন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, স্নায়ুগুলোতে যখন নিউরনের বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়, মানুষটা তখন ভালো থাকার জন্য ছটফট করে।

সেই মুহূর্তে এমন দুটো চোখ খোঁজে,
যে চোখের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু সে।
সে এমন দুটো কান খোঁজে,
যা শুধু তার মন খারাপের অগোছালো শব্দগুলো বিরতিহীনভাবে শুনবে।
সে এমন একটা মুখ খোঁজে,
যা শুধু তার অশান্ত মন শান্ত করার প্রয়োজনে শব্দ সাজাবে।
খুঁজে একটা আশ্রয়, একটা বিশ্বস্ত মানুষ।

নিজের অজান্তেই এই প্রয়োজনবোধগুলো আমাদের মাঝে তৈরি হয়ে যায়। আপাদমস্তক মানুষ হয়ে জন্মেছে তাই মানুষ কঠিন হতে পারে না, একটু আঘাতেই যেন মরীচিকার মতো ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। কী নিদারুণ সত্য কথা! মুখ অকপটে স্বীকারোক্তি দিতে নিষেধ সাধলেও মন জানে মনখারাপের তিক্ত সত্যতা, মস্তিষ্ক জানে ভালো থাকতে চাওয়ার কী তীব্র আসক্তি আমাদের!

ঘড়ির কাঁটায় সময়টা মধ্যেরাত!

অন্ধকারের প্রকটতা বেড়ে যায়, বেড়ে যায় অপ্রকাশিত কিছু ক্ষত হৃদয়ের অসহায়ত্ব। প্রয়োজনবোধ শহরের আকাশ সংক্রামিত করে জানিয়ে দেয় মানুষ মাত্র বেঁচে থাকতে পারে ভালোবাসায়। এসব কাঙ্ক্ষিত প্রিয় মানুষের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই, নেই কোনো লিঙ্গভেদ। দিনশেষে একটা মানুষ হয়ে উঠুক আর একটা মানুষের বিষণ্ন দুটো ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসির কারণ।

"টাকা"

দখলে টাকা থাকলে পচা খাবারে ভরা ডাস্টবিনের গন্ধটাও
কেমন যেন বেলীফুলের মতো নাকে বাজে।
পকেটে টাকা থাকলে শহরের ধুলোও সুন্দর,
খাড়া রোদের তাপে শরীর পুড়লেও মন সতেজ থাকে।
শূন্য পকেটে সুন্দর বিষয়গুলোতেও বিরক্ত আসে,
শূন্য পকেটে সম্পর্কও কেমন যেন পানসে লাগে।

টাকার অভাব উপলব্ধি করা চোখের সামনে সৌন্দর্যকে অর্থহীন মনে হয়। নিজের প্রতি তিক্ততা জমে, পিছুটান যেন নিজেকে পরাজিত সৈনিক বানানোর নেশায় মাতাল হয়ে যায়। কী ভীষণ এক অদেখা ঘাম ঝরানো ক্লান্তিতে শরীর থেমে যেতে চায়, মনে জড়তা জমে।

মাসের শেষে শূন্য মানিব্যাগ পুঁজি করে হাঁটার সময় বার বার পায়ের জুতো দেখি, এক পা, দু-পা করে কদম গুনি। সময়ের গতি যেন এসময়ে এসে থেমে যায়।

মানিব্যাগের কোণাগুলো যখন টাকায় ফুলে উঠে তখন চোখ তুলে তাকিয়ে চারপাশটা দেখি, আকাশ দেখি। চোখের সীমানায় দেখা তখন সবই সুন্দর সবকিছুই যেন সুখময়। পকেটে টাকা থাকলে মধ্যবিত্ত শরীরে ভালো ঘুম হয়, দুশ্চিন্তা ভরা মাথায় চিন্তার বোঝার ভার হালকা হয়ে ওঠে।

টাকা দিয়ে সুখ কেনার বিষয়টা ভীষণ মতভেদযুক্ত, তবে টাকা বেঁচে থাকার প্রয়োজনসমূহ মেটায়। আর প্রয়োজন মিটলে মানুষের ভেতরে স্বস্তির ঢেঁকুর ওঠে। এই স্বস্তির স্বাদ পাবার লোভেই মানুষের লাগামহীন ছুটে চলা পৃথিবীর একমেরু হতে অন্যত্র।

"বোকা প্রেমিকা"

এ শহরে ভালোবাসা নামক শব্দটার প্রয়োগ কেমন যেন! প্রেমিক সাজতে গিয়ে পুরুষ নামক চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে ভক্ষক। অথচ এরাই রক্ষক হওয়ার নিছক প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাছে টেনে স্বচরিত্র ভাঙে। প্রেমিক হওয়ার সুবাদে এদের অধিকার খাটানোর সামর্থ্য তার প্রেমিকার বাড়ির অভিভাবকের চেয়ে নেহাৎ কম নয়। প্রেমিক হওয়ার পর থেকে প্রেমিকার প্রতি নিঃশ্বাস অবধি এরা নিজেদের দখলে নিতে চায়। প্রেম মানেই প্রেমিকার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, প্রেম মানেই প্রেমিকা উপমায় নামায়িত নারীর যাচ্ছে তাই স্বকীয়তা হরণ।

প্রেমিকা হবার পর থেকেই তেল মাথায় এতদিন ধরে মাঝ বরাবর সিঁথি করে আসা মেয়েটা এখন রোজ খোলা চুলে উসকো-খুসকো থাকতে চায়। প্রেমিকা তকমা জোটার পর থেকে সন্ধ্যা না পেরোতেই ঘুমে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটি এখন সারারাত জাগতে চায়। নিজেকে সর্বক্ষণ আয়নার সামনে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার ব্যস্ততায় টেবিলের ওপর খুলে রাখা একাডেমিক বইগুলোকেও বন্ধ করার সময়টা আর হয়ে ওঠে না। কথিত প্রিয়জনের মনজয়ের উদ্দেশ্য কিই-বা না করছে এখন অবধি গলায় ওড়না না প্যাঁচানো সদ্য বছর ষোলো পেরোনো মেয়েটা। নিজের বাহিরের বাহ্যিকতার সাথে সাথে নিজের ভিতরের মানুষটিকেও পরিবর্তনের এক টানটান উত্তেজনা দুচোখের দৃষ্টিপাতে। প্রেমিকাগুলো নিতান্তই বোকা, এরা এক প্রেমের ছোঁয়াতেই নিজের সবটা বিসর্জন দিতে চায়! এক প্রেমের উপলব্ধি এদের ভাবাতে শুরু করে এই যে আমি যাকে পেয়েছি, শেষ নিঃশ্বাস অবধি তার হাত আমার হাত মুড়িয়ে থাকবেই। মস্তিষ্কের নিউরনগুলোতে কতটা চাপ সৃষ্টি করে এরা এদের এই আকাশ কুসুম ভাবনাগুলোকে নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে তা হয়তো ওরা নিজেও জানে না। তারা জানে না, এ শহরের বায়ু পরিবর্তনের মতো তাদের প্রেমিকের মন শতবার বদলে যায়। এই আছি এই নেই হঠাৎ করেই ভেবে বসা বিশ্বাসযোগ্য মানুষটার দূরত্ব যেন এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্র অবধি বেড়ে যায়। ভালোবাসা শব্দের সস্তা প্রয়োগে মেতে উঠে নিজেকে পরিবর্তনের এতসব আয়োজন নিমিষেই গুঁড়েবালি হয়ে পরের ঢেউয়েই মিশে যাবে।

সময় চলে যাবে যুগের বিবর্তন হবে।
সমাজ ব্যবস্থাও ভীষণভাবে বদলাবে।
তবুও দিনশেষে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে
প্রেমিকা নামক চরিত্রগুলো প্রেমিকের মন জোগাতে পুরো জীবন ক্ষয়াবে।

"দুফোঁটা বৃষ্টির দূরত্ব"

দুফোঁটা বৃষ্টির দূরত্বের ন্যায় দুটো বিচ্ছিন্ন মন নিয়ে বিদ্যমান আমাদের দূরত্ব। শহরতলীর গা ঘেঁষে অকেজো তারে ঝুলে থাকা কাকের কণ্ঠে উপহাসের ডাক যেন তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, "The way to get started is to quit talking and begin doing."

দূরত্ব ঘুচলে হয়তো দুঃখ ঘুচে যেত প্রিয়!

দুই ফটকের বুক চিড়ে বয়ে আসা দমকা বাতাসে দূরে ফোটা বকুলের গন্ধ নাকে বাজলেও

তোমার ঘ্রাণ আমার জানালা ভেদ করতে বারণ সেধেছে। বিদুৎবিহীন শহরে সন্ধ্যার প্রদীপ নিভছে, তোমায় একপলক দেখার আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটোর ভয় বাড়ছে ভয়াবহ।

নীরবতা ছেয়েছে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে মন আঁতকে উঠে, এই বুঝি অনধিকার চর্চায় হস্তক্ষেপ করা অধিকারটুকুও ছিটকে যাচ্ছে। পাওয়ার চেয়ে হারানোর ভয়ে মন ডুকরে উঠে অথচ মনের কান্নার কোনো শব্দ নেই।

ধোঁয়াশায় ঘেঁষা, ধূলোয় ঠাঁসা পোড়া ঘরের মতো অবসাদে পড়ে আছি ঘরের এক কোণ, পা বাড়িয়ে এগোনোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্বপ্ন দেখি একদিন দুফোঁটা বৃষ্টির দূরত্ব আমাদের ঠিক ঘুচে যাবে।

"জমে যাচ্ছে প্রেম"

জমে যাচ্ছে প্রেম,
জমে যাচ্ছে অনুভূতি,
ভঙ্গুর হচ্ছে মন।
প্রেমিকার ঠোঁটে শেষ চুম্বনের ভেজা ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে,
মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে প্রণয়ের সব সতেজ উষ্ণতর ভূমি রোজ।
থেমে যাচ্ছে কোলাহল,
প্রেমশূন্য ভিটের তীব্র হাহাকারে আর্তনাদ বাড়ছে,
বাড়ছে দূরত্বের পরিসীমা অবাধ।
মন থেকে মন—সব বিচ্ছেদের খেলায় মেতেছে,
ক্ষয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালের প্রাক্তন সব প্রণয় গাঁথা।

জমে যাচ্ছে প্রেম,
জমে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশ,
ভঙ্গুর হচ্ছে শেষ প্রহরের আলো।
বায়নাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে,
মানুষ থেকে মানুষ বনে যাচ্ছে সব নিষ্ঠুর বড্ড।
গেয়ে ওঠা কণ্ঠনালি ছিঁড়ে যাচ্ছে,
মুখ থেকে ছুটছে অবিরাম শব্দহীন বুলি,
ছটফট হৃদয় তৃষ্ণায় কাতর,
মিলছে না শেষ ঠাঁই গোঁজার কোনো বিশ্বস্ত আশ্রয়।

জমে যাচ্ছে প্রেম,
জমে যাচ্ছে খোলাচুলের দোল,
বিলীন হচ্ছে ফিকে ঠোঁটের হাসি।
সময় শেষ গোধূলি আর আসছে না এ তটে,
ফুটছে না বকুলভরা বসন্ত জুড়ে।
বিবেক পাচ্ছে লোপ,
উদ্বাস্তু শহরে বাড়ছে জীবন্ত মৃত লাশের স্তূপ শত।

জমে যাচ্ছে প্রেম,
ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাচ্ছে প্রজাতির সব সুখ,
হিংসার বেড়াজালে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের অসুখ। জমা হচ্ছে ক্রোধের গ্রাস,
জীবনতরী ভেস্তে যাবে অকাল প্রলয়ের দরুন।
সময় ফুরিয়ে গেছে শেষ ভরসার
মশাল জ্বালাও শেষ মিছিলের,
অন্তিম আকুতি হোক সবার আর একটিবার
লড়াই করে বাঁচতে চাওয়ার।

"শেষ মুক্তি"

দেহের শিরা ধমনি বেয়ে কয়েক যুগ ধরে বয়ে চলা রক্তকণিকার প্রবাহ যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, হৃৎপিণ্ডের ধুপধাপ স্পন্দন যেদিন বেইমানি করে থেমে যাবে হঠাৎ। থেমে যাবে যেদিন এ দুচোখ দিয়ে সৌন্দর্য দেখার সব সুযোগ, বন্ধ হয়ে যাবে যেদিন প্রতিনিয়ত হয়ে আসা হাজারো লাখ দীর্ঘশ্বাসের আনা গোনা। হারিয়ে যাবে যেদিন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সচল কর্মক্ষমতা, নিস্তেজ হয়ে শায়িত শরীরে যেদিন ভেসে উঠবে আতর গোলাপের সুগন্ধি ভীষণ সঙ্গে পুড়ে চলা আগরবাতির বাষ্পীভূত ধোঁয়া।

ভিজে যাবে যেদিন শরীরের প্রতিটি লোমকূপ শেষ পবিত্র স্নানে, শরীরের ওপরে যেদিন ঠাঁই খুঁজে নিবে শুধু সাদা রঙের কাপড়। শেষবেলায় যেদিন প্রিয় মানুষের মোনাজাতে ঠাঁই হবে আমার আত্মার মাগফিরাত, শেষ আশ্রয় মিলবে যেদিন সাড়ে তিন হাত মাটির ভূমিতে ভীষণ অন্ধকার আভায়। চোখের পানি মুছে "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহালাল কুবুর" শব্দ উচ্চারণে শত শত পা গতি বাড়াবে ফিরতি পথের।

আমি সেইদিনের কথা বলছি,
আমি সেইদিনের কথা ভাবছি,
আমি সেইদিনের কথা শুনছি।
সেইদিন এই অসহায় আমার কী হবে?
আমার অস্তিত্বের সাথে সৃষ্টি কর্তার কী হিসেব হবে?
আমার মুক্তি মিলবে কি সেদিন?
আমার কলুষিত রক্তে আবার কি মিশবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবাহ?
আমি কি আবার স্বাদ নিতে পারব কোনো নিয়ামতের?
আমি কি দেখতে পারব ইহকালে না দেখা সেই অপার সৌন্দর্যের কোনো চিত্র।
আমার কানে ভাসবে কি পাখির গুঞ্জনের মিষ্টি সুর?
আমার সাথে কি হবে সেদিন মুক্তির আলাপন?
আমি সেইদিনের কথাই কর্ণপাত করছি,
আমি মুক্তির পথে সেইদিন একটু একটু করে
হেঁটে যেতে চাই সৃষ্টার নিকটে,
আত্মার অমর শান্তি কামনায়।

"সুন্দরের কোনো রং নেই"

মনের কিন্তু কোনো রং হয় না।

সাদা চেহারার মানুষটি যে অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রাখে, কালো শ্যামা বর্ণের মানুষটিও কিন্তু তার এতটুকু ব্যতিক্রম নয়। পার্থক্যটা শুধু অনুভূতি গ্রহণযোগ্যতার। সৌন্দর্যের নিদিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই, সৌন্দর্য হঠাৎ করে শ্যামা বা কালোতেও উপস্থিত হয়, ধরা দেয় বাহ্যিক বিচারে অসুন্দর মানুষে। তোমার বিধাতা তোমায় করেছে কালো, তুমি করবে কী?

কবিতা শুধু বাঁকানো ঠোঁট, ঢেউ খেলানো ভুরু সঙ্গে সাদা কোমল ত্বক কিংবা লম্বা কেশ নিয়ে লেখা হয় না। কবিতা মাঝেমাঝে কালো গড়নের মেয়েটির উশকোখুশকো খোলাচুল নিয়েও লেখা হয়। সুন্দর তকমা লাগানো মেয়ের খোঁপায় শিউলি ফুলের মালাটা পরানোর অধিকার হস্তক্ষেপে লাগে জনতার সংঘর্ষ, অথচ কালো উপমায় উপমিত তোমার খোঁপায় একটা গোলাপ গুঁজে দেওয়ার বায়না দূরে থাক অনুভবটাও কেউ করেনা কখনো। তুমি কৃষ্ণকলি তোমাতে কৃষ্ণচূড়া ফোটার অবাধ বায়না।

মনখারাপ করো না খোঁপায় ফুল গুঁজে বাহিরে এসো পুরো আকাশ তোমার মুগ্ধতায় নত। খালি পায়ে এগিয়ে এসো মাটি তোমার চরণের স্পর্শ নিতে অস্থির ভীষণ। তুমি কালো বলে কপালের ভাঁজে টিপ পড়ানোতে কেন হস্তক্ষেপ করবে, লালটিপ দিয়ে চোখে কাজল মেখে বাহিরে এসো। দেখো, গাছের ডালে ডালে ডানা ঝাপটিয়ে বসে থাকা পাখিগুলো তোমার সৌন্দর্য বর্ণনার কিচিরমিচিরে কতটা ব্যস্ত। তোমার অধিকার তোমার, শুধু তোমার। শাড়ির ভাঁজে আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখো একটিবার তুমিও বড্ড সুন্দর।

কেউ তোমায় নিয়ে অনুভব করে বসবে, সে তোমার কিংবা তুমি তার— এমনটা হয়ে ওঠে না কেন এ সমাজে? বরাবরি একটা বৈষম্য যেন রটে যায় তোমার ক্ষেত্রে, কালো কদাচার হয়ে জন্মাই যখন তোমার জন্য আজন্ম পাপ! তুমিও রাত জেগে একাকিত্বতায় ভুগো, প্রয়োজনবোধ হয় আস্থাভাজন কোনো সঙ্গের, ফোনের স্ক্রিনটা কল কিংবা ম্যাসেজের টিউনে বেজে ওঠার মিথ্যা অপেক্ষা তোমার।

তুমিও তো ভাবতে পারো এককাপ চায়ে দুটি ঠোঁটের মিলন। ভাবতে পারো হাতটা ধরে আমৃত্যু পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিক কেউ। তুমি কালো বলে কি তোমার আকাশটা নীল হয় না, রংধনুতে সাজে না তোমার আকাশ। জ্যোৎস্না স্নানে কি মাতে না তোমার আকাশটা পূর্ণিমা রাতে, তুমি কালো বলে কি তোমার উঠোনের ফুলগুলো ফোটে না অভিমানে, বৃষ্টি কি তোমায় ভেঁজায় না তোমার অতৃপ্ত আত্মা!

তুমিও কারো স্বপ্নে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠো প্রিয়। মনখারাপ করো না-গো, তোমার খালি পা দুটোও পূর্ণ হবে কারো নিজ হাতে পরানো নূপুর যুগলে। তোমার বাহ্যিকরূপে মুগ্ধ হয়ে যে ভালোবাসবে আজ হয়তো একটা দিন সেই বিশ্বস্ত মানুষটার মিথ্যা সমীকরণ তোমার প্রাক্তন বয়সে হারিয়ে যাবে। মনকে ভালোবেসে কাছে আসা মানুষটার উপস্থিতি হোক সর্বদা সর্বক্ষণ,

বৃদ্ধ বয়সেও তোমার ঢিলে চামড়া যাওয়া হাতে পরম মমতায় হাত রাখুক। ঠোঁটের ফিকে হাসিটা আর চেপে না রেখে ছড়িয়ে দাও, তোমার হাসির কাছে ম্লান হয়ে যাক সব আড়ালের কালো মুখোশ। ভালোবাসা নামক প্রভাত ফেরির উন্মোচন হোক আবার, আমন্ত্রিত তুমি এ বৈষম্যহীন শহরে রাজকুমারীর বেশে প্রিয়।

"রূপ বদলেছে ভালোবাসা"

বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকা প্রিয় মানুষটিকে প্রথমবারের মতো ভালোবাসি বলার সময়টা আমরা পার করে এসেছি, বর্তমানে আমরা মুহূর্তেই ভালোবাসার রূপ বদলিয়ে বিভিন্ন রং ঢংয়ে প্রতিনিয়ত ভালোবাসতে শিখে গেছি। আমরা হাত না ছুঁয়েও দিনের পর দিন নির্জনে হেঁটে হেঁটে প্রিয় প্রেমিক যুগলের পথ ভুলে সন্ধ্যা নামানোর যুগটা পেরিয়ে এসেছি, আমাদের এখন প্রচণ্ড ভয়!

গা ঘেঁষে না চললে কিংবা স্পর্শতা না রাখলে—পরে মা আবার ভালোবাসায় বড্ড ঘাটতি পড়ে যায়। রাগ অভিমানের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে সপ্তাহের একটা দিন প্রিয় মানুষটির কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার কিংবা তাকে দেখতে চাওয়ার ছটফটময় অপেক্ষা করার সোনালি দিনগুলো ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছি।

এখন আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে রাতের শেষ প্রহরের সূচনা না ঘটালে প্রেম জমে উঠে না কিংবা তাকে প্রতিনিয়ত না দেখলে হৃদয়ের ব্যাকুলতাও কমানো সম্ভব হয়ে ওঠে না আর।

সেকালের মতো জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্বরূপ লেখা হয় না–কাঁচা হাতের শত চেষ্টায় সৃষ্টি কোনো কবিতা কিংবা আবৃত্তি হয়ে ওঠে না;

"ছুঁয়ে যেয়ো তুমি, আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ,
যে শুভক্ষণে মম, আসিবে-প্রিয়তম
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।"

সস্তা উপমায় দোকান বসিয়েছি বাজারে, বেচাকেনার জন্য গ্রাহক ক্রেতার উপচে পড়া ভিড় রকমারি প্রণয়ের। আমাদের প্রজন্ম ভালোবাসতে শিখেছে, শিখেছে গড়ে তোলা সেই ভালোবাসার ভাঙন সাধন করে বিলুপ্ত ঘটাতে। যুগের বদলে যাওয়ায় বদলাচ্ছে ভালোবাসা, বদলে যাওয়ায় যখন মুখ্য হয়ে উঠেছে জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে।

"ডিসেম্বরের শহর"

ডিসেম্বরের শহরে এখন মধ্যেরাত। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও যেন মানুষ লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে উষ্ণ লেপ কাঁথার মোড়কে। তাপমাত্রা স্কেলে সেলসিয়াসের মান নিচে নেমে যাচ্ছে ক্রমশ। থেকে থেকে কুয়াশায় সিক্ত সৌরবিদ্যুতে চালিত ল্যাম্পপোস্টটা জ্বলছে আর নিভছে। সারাদিনের ক্ষীণ সূর্য আলোয় শুকিয়ে ওঠা বিটুমিনের পিচঢালা রাস্তায় অবিরত ধারায় চলছে এখন কুয়াশার টুপটাপ ঝরে পড়া। এরইমাঝে রাস্তার বামপাশে পথচারীদের জন্য ব্যবহৃত ফুটপাতে দুচোখ আটকে যায়। একজনকে আবৃত করার যোগ্যতা রাখা কম্বলটা প্রস্থ বরাবর শায়িত হয়ে তিনটা শরীরকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনটা দেহের তিনজোড়া পা উন্মুক্ত হয়ে রইল, যেন আকাশ থেকে নেমে আসা কুয়াশাকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে তারা ভীষণ উৎসুক। পরনে জোড়াতালির সুয়েটার জড়িয়ে আঁটসাঁট হয়ে শুয়ে থাকা এই ছেলে মেয়েগুলো কাউকে কোনো অভিযোগ না করেই রোজ এভাবে ঘুমিয়ে যায়। মাথার নিচে কংক্রিটের শক্ত মেঝে, শীতকে উপেক্ষার করার তীব্র পোশাক সংকট তবুও কোনো অভিযোগ নেই। ওরা জেনে গেছে, ওদের অভিযোগের সুর সুউচ্চ অট্টালিকার দেয়াল ভেদ করে আরামদায়ক ঘুমে ঢলে পড়া মানুষদের কান অবধি পৌঁছাবে না কথিত ডিসেম্বরের শহরে।

রাস্তার ঘোরাঘুরি করা কুকুরগুলোও দিনশেষে নিজের ঠাঁই খুঁজে পায়, মাথার ওপর খোলা আকাশ থেকে নেমে আসা শীতল শিশির কণার ভয় নেই। অথচ মানুষ হয়েও এরা উপেক্ষিত! বর্ষাকালে যেখানে ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়ে পড়ে, তীব্র শীতেও শৈত্যপ্রবাহের কাঁপুনি তাদের নিত্যকার সঙ্গী সেথায়। এরাই সুখী, এরাই দামি।

আকাশের বুকে লেপ্টে থাকা এক টুকরো চাঁদের আলো সরাসরি এদের শরীর স্পর্শ করে। এরা চাঁদের আলোর উষ্ণতায় রোজ ঘুমায়। ১৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রার শীত কিংবা উত্তরে শৈত্যপ্রবাহের দামামা এদের শরীরের শক্ত চামড়ার বেষ্টনী ভেদ করতে পারে না, এদের পায়ে থাকে শক্ত চামড়ার মোজার ন্যায় আবরণ তাই হয়তো এদের কাঁথা পেরিয়ে উন্মুক্ত পায়ে ঠান্ডা লাগার অনুভূতি জাগে না। নিরাপত্তাহীনতার শহরে এরা নিশ্চিন্তে ঘুমায় নিরাপত্তার আদলে। এদের মতো একটা অভিযোগবিহীন জীবন যদি হতো আমাদের? জীবনের নামে নেই পদে পদে জটিলতার সংস্কৃতি, বেঁচে থাকাটাই যেখানে সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা।

"অভিযোগনামা"

আমার একঝাঁক শূন্যতা,
শ-খানেক অভিযোগ পত্রে ভরা
একটা নিজস্ব ডাকবাক্স আছে নিজ মালিকানায়।
বলার কেউ নেই, তাই শুনবে কে?
আমার চিঠির কোনো প্রাপক নেই--
কারো নাম নেই, কোনো মানুষ নেই আমাকে শোনার।
আমি দুঃখ বলি আকাশকে,
চিৎকার করে জানিয়ে দেই সব নিঃসংকোচে।
সেসব শুনে, বিরক্তি তার স্বভাবে নেই।
আমায় সান্ত্বনা দেওয়ার বাহানায় কখনো কখনো সে বৃষ্টি হয়ে
আমার আঙ্গিনা ঘেঁষে ঝরে।
চাইলেই যা ছুঁতে পারি অনুমতি সেখানে একটা উপেক্ষিত বিষয় মাত্র।

আমার একঝাঁক শূন্যতা
বুকে ভর করে ভারী হয়ে আছে,
আমি চলতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠি ক্রমশ।
আচ্ছা, এভাবে বয়ে চলার শেষ কবে?
শহরের পত্রিকাগুলোতে একটা খবর ছাপাবো
'আমার একটা ঠিকানা চাই' এই মর্মে,
আমি রোজ যেথায় চিঠি লিখব অভিযোগ ভরে।
আমি কটা দিন ধার নিতে চাই,
কটা সময় চাই যেন তা না-ফুরোয় হারানোর নীতিতে।
দিনের আলোর সময়সীমা যেন বেড়ে যায়।

আমি যে রাতের আকাশে তাকিয়ে আর্তনাদ করতে পারি না,
ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া গলায় শব্দ বাজে না।
রাত তুমি না হয় এসো কটা দিনের পর!
আমি শূন্যতাগুলো বিক্রি করে এ শহরে না-হয়
একটু ঠাঁই গোঁজার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা চালিয়ে যাব।
প্রিয় মানুষ থাকলেই কি শূন্যতা হারায়?
বরং রয়ে যায় সব, প্রতিটা মানুষই যখন শূন্যতায়
বধ হয় রোজ তখন সে কার পূর্ণতা টানবে এভাবে?
আমার নিঃশ্বাসে জমে আছে বিষাক্ততা,
মস্তিষ্কে জুড়ে ভালো না থাকার এক বিকৃতধারা,
আমার মনজুড়ে আছে সংক্রামিত এক ভয়াবহ অসুখ,
নাম যার ভালো নেই।
ভালো থাকতে চেয়েও ভালো না থাকার কোলাহলে
নিয়ম করে রোজ পিষ্ট হয় যারা।

"তুমি এসো"

তুমি এসো আমার শীতকালীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতার চরণে,
তুমি এসো উত্তরের বয়ে আসা শৈত্যপ্রবাহের আর্দ্রতায় মিশে।
তুমি এসো মায়ের হাতে তৈরি সকালের ভাপা কিংবা অজ্ঞাতনামা কোনো পিঠায়,
তুমি এসো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার কুয়াশায় ছেয়ে যাওয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

তুমি এসো খেজুরের রস কিংবা জমে যাওয়া ইলিশের ঘ্রাণে,
তুমি না হয় এসো এই নির্ঘুম রাতে একাকিত্বের করুণ আর্তনাদে।
তুমি এসো ভোরের সিক্ত শিশির কণায়,
আমন্ত্রণ তোমায় দুপুরের উষ্ম কনকনে রোদে নয়তো
খড়কুটোয় জ্বলে ওঠা আগুনের উতপ্ত আভায়;
তুমি এসো শরীরে লেপ্টে থাকা চাদর হয়ে উষ্ণ মায়ায়।
তুমি এসো পাপড়ি ভেজা গোলাপের পাতায়,
নয়তো শিশিরে ভেজা নব্য বুনো ঘাসফুলের ডগায়।

অতঃপর তুমি এলে; স্বাগতম তোমায় এই ক্ষুদ্র অভ্যর্থনায়,
হারিয়ে যেও না আবার শীতের রুক্ষতা কেটে যাওয়ার নিছক বাহানায়।
অতঃপর, উপস্থিত হও তবে তুমি মোর সদা সম্মুখে!

“বৃষ্টিকথন”

বৃষ্টি কখনো প্রেম,
বৃষ্টি কখনো ঝরে পড়া কান্নার বিষাদ।
মেঘেরা কাঁদলে হয় বৃষ্টি,
আমি কাঁদলে হয় অশ্রুজল।
বৃষ্টির ভাষা আমার জানা নেই,
তবে বৃষ্টি বুঝে আমার সব অনুভূতি।
বৃষ্টি আনে সজীবতা, রুক্ষতা ঝরে যায়
এক পশলা বৃষ্টিস্নানে মেতে সকাল, সন্ধ্যা-রাত।
বৃষ্টিকে কবিতায় না টানলে কবিতা হয় রসহীন,
বৃষ্টির অনুপস্থিতি গানকে করে বেসুরো ভঙ্গুর।
বৃষ্টিকে পুঁজি করে আমরা হয়ে উঠি সময়ের সেরা কবি,
শিল্পী কিংবা গল্পকার।

বৃষ্টি ভাসায় স্মৃতি,
সে স্মৃতি কখনো হয় প্রাক্তন সুখের
কখনো বা বিষাদ ঘেরা অতীত।
বৃষ্টি শেখায় একাকিত্ব কষ্টকর,
শেখায় একাকিত্বের সুখময়তা,
কখনো আবার মধ্যপন্থী অবস্থার গোলযোগ।
বৃষ্টি ভালোবাসা বাড়িয়ে দূরত্ব কমায়,
অভিমান ভাঙিয়ে কাছে টানে,
বৃষ্টি সম্পর্ক গড়ায় বৃষ্টি সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝায়,
প্রিয় জনকে মনে করে আবার বৃষ্টি আমায় কখনো মুচকি হাসায়।
টিনের চালে বৃষ্টির টুপটাপ ছন্দরীতি
ইচ্ছে হলেই বেলকনি ঘেঁষে বৃষ্টি ছোঁয়ার তুমুল বায়না,
বৃষ্টি প্রয়োজন বাড়ায় এক কাপ চায়ে-
বৃষ্টি প্রয়োজন বাড়ায় চায়ের ধোঁয়ার ওপাশে তোমার উপস্থিতি।
মেঘেদের দখল হোক আমার আঙিনায় রোজ,
চাইলেই যেন ছুঁতে পারি

করতে পারি বৃষ্টি উপভোগ।

"শ্যামলি সেন ডাকঘর"

প্রিয় অতীত সমীপে,

আচ্ছা তোমার মনে আছে কি—নদীর কোল ঘেঁষে আপনচিত্তে বেড়ে ওঠা বটগাছটার পাশে একটা বেশ পুরোনো ডাকঘর ছিল? নাম ছিল সেটার 'শ্যামলি সেন ডাকঘর'। এমন নামকরণের বিশেষত্ব জানা নেই। হতে পারে শ্যামলি সেন নামের কাউকে নিয়ে লেখা প্রথম চিঠি দিয়ে ডাকঘরটির শুভ সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে ধ্বসে পড়া ডাকঘরের মরিচা ধরা ডাকবাক্সে পড়া শেষ চিঠিটা কার ছিল জানো? তোমাকে নিয়ে লেখা চিঠিটাই ছিল প্রাক্তন ডাকঘরের শেষ চিঠি। ডাকবাক্সের ভিতরে চিঠিটা ঠিকই পড়েছিল তবে তোমার হাত অবধি পৌঁছানোর সুযোগ শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

অনেক নির্ঘুম রাতজাগার সাক্ষী এই চিঠি। তোমাকে নিয়ে এক একটা লাইন লিখতে গিয়ে আমার একপ্রহর পেরিয়ে যেত, লণ্ঠনের তেল শেষ হয়ে যেত রোজ সন্ধ্যায়। যদি মূয়রের পেখমকে কলম আর গঙ্গার সমস্ত জলকে কালি হিসেবে পেতাম, তবুও হয়তো তোমার উদ্দেশ্য লেখা চিঠিতে আমার কথাগুলো লিখে শেষ করা যেত না।

বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে মুহূর্তেই আমাদের অনুভূতির ভাষাগুলো স্থানান্তর হলেও সে কালে ডাকপিয়নের অপেক্ষায় ছিলাম চিঠির ফিরতি উত্তরের আশায়। বটগাছের শিকড়ে বসে বসে কাটিয়েছি শরৎ-বসন্তের গোধূলি ক্ষণ বেলা-অবেলা। বৃষ্টিতে ভিজেছি কখনো বা শীতের কাঁপা শরীরে চাদর মুড়িয়ে ডাকঘরের দরজায় কড়া নেড়েছি বহুবার, একটি বারের জন্য হলেও তোমার ফিরতি কোনো চিঠি আদৌ এসেছে কিনা। তোমায় নিয়ে লেখা শেষ চিঠিটা ডাকবাক্সের বদ্ধ ঘরে হয়তে আজও মুড়িয়ে আছে, হয়তো মুছে যাওয়া সব শব্দের মাঝেও 'ভালোবাসি প্রিয়' শব্দ দুটির কটা অক্ষর মুছে যায়নি, হয়তো চিঠির খামে গুঁজে রাখা তোমার প্রিয় শিউলি ফুলগুলো এখনো সতেজ, হয়তো এখনো গন্ধ ছড়াচ্ছে অবিরাম, হয়তো এখানো নিয়ম করে মৌমাছিদের জট বাঁধে সেই শিউলি ফুলের সুবাসের উৎস খুঁজতে প্রত্যেহ। হয়তো এ জন্মে এসে কেউ একজন হঠাৎ খুঁজে পাবে অন্তিম হতে যাওয়া পূর্ব জন্মের তোমাকে নিয়ে আমার লেখা শেষ চিঠিটা। হয়তো নিলামের বাজারে উঠবে যার অগণিত মূল্যে দর।

তারপর,

কোনো ক্রমে তোমার দৃষ্টিপাত কেড়ে নিক চিঠির প্রতিটা শব্দ শ্লোক। শেষ অবধি তোমার হাতে এসে আশ্রয় পাক নিলামে ওঠা সে চিঠিটা অক্ষত, তোমার মস্তিষ্কে বয়ে যাক গত জন্মের স্মৃতিচারণের স্ফুটন, আন্দোলিত হোক নিস্তেজ রত সব স্নায়ুর স্নায়ুযুদ্ধ। এদিকে এ জন্মের আমি কোনো এক সূর্যোদয় ক্ষণে এক কাপ চা হাতে মৃদু স্বরে বলে উঠব, গত জন্মের অপূর্ণতা দ্বিতীয় জন্মে এসে প্রাপ্তির মিছিলে নাম লেখাবে নিশ্চয়ই ।

"মানুষ চলে গেলে দুঃখ বাড়ে"

মানুষ চলে গেলে কি মানুষের দুঃখ বাড়ে?

না, বোধহয় বাড়ে না। ঠিক চলে যাওয়ার সময়টুকুতে বুক ফাটা দুঃখ টগবগ করলেও একটা সময়ে গিয়ে কারো চলে যাওয়ায় আমাদের আর পিছুটান থাকে না।

মানুষের চাওয়া বদলায়, মানুষের অনুভূতি বদলায়। আজ যাকে না পেলে বাঁচতে না পারার এত ভয়, তাকে ছাড়াই দুদিন পর থেকে দিব্যি দিনরাত কাটিয়ে বেঁচে থাকি। একবার প্রস্থান হলে কিচ্ছু ফিরে পাওয়া যায় না। যতক্ষন থেকে যায় ততক্ষণ রেশ, পাশ ফিরলেই আড়চোখা গ্রিন ম্যাগপাইয়ের ডানা ঝাপটানো বাতাসের মতোই বিলীন হয়ে যায় সব।

সত্যি বলতে মানুষের নিজের কখনোই কিছু ছিল না, থাকেও না। অধিকার নিয়ে বড়াই করা মানুষটাই দিনশেষে মানুষশূন্য। সফিসটেকেড ঘরনার মানুষগুলোর মতো বাঁচতে পারল বেঁচো। আবেগবোধের থলিতে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করে সব অনুভূতি নিংড়ে বের হোক। দীর্ঘশ্বাসগুলোকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হোক বহুদূর। তারপর প্রতিটাদিন অভিযোগ ছাড়া বাঁচতে শুরু করুক মানুষ।

"তুমি আমার শহরে এসো"

তুমি আমার শহরে এসো, হয় কিছুক্ষণের জন্য নয়তো পুরোটা সময় জুড়ে। তুমি আমার শহরের বাতাস শরীরে মেখো, যে বাতাসে সীসা, আয়রন এবং কার্বনের উপস্থিতি বড্ড নগণ্য। শহরের প্রবেশ দ্বার অসংখ্য গেইট ফুলে সাজিয়েছি—সঙ্গে তোমার পদস্পর্শে শোভা পাবে গোলাপের সঙ্গে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি দল, উষ্ণ অভ্যর্থনার যৎসামান্য আয়োজন হিসেবে।

তুমি আমার শহরে তাকিয়ে দেখো, আকাশচুম্বী দালানগুলোর মেঘ ছুঁয়ে যাওয়ার কী তীব্র বায়না! নিয়ন কিংবা সোডিয়ামের যান্ত্রিক আলোতে তুমি মুগ্ধ নও, তাই পুরো শহরের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত করে দিয়েছি এতদিন ধরে জমা করে রাখা হাজার হাজার মিটিমিটি আলোর একচ্ছত্র অধিকারী জোনাকিদের।

তোমার প্রিয় নীল পদ্মের বায়না মেটাতে ব্যর্থ আমি, ভুল শুধরে নেবার সুযোগ স্বরূপ শহরের প্রান্তে তিন একর জমিতে ফুটন্ত কাশফুল গাছে ছেয়ে রেখেছি। শহর তলির প্রতিটা গলি ক্ষেত্র মেতে উঠেছে তোমার পছন্দের গান ও সুরে, হাতে হাতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরছে শহরের কবি ও গল্পকাররা তোমায় তাদের সৃষ্টি শোনাবে বলে। আমার আমন্ত্রিত অতিথি তুমি, তোমার আগমন উদযাপনে বাদ পড়েনি বিটুমিনের তৈরি রাজপথে করা আনন্দ শোভাযাত্রার বিরাট মিছিল। বছর পনেরোর ছেলে মেয়েগুলো দলে দলে ভিড়ছে তোমার আশেপাশে, তোমায় শুধু এক নজর দেখার অবুঝ বাহানায়। গোধূলির শেষ লগ্নে অন্ধকারের আভায় ফাঁস লাগিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দিনের সূর্য ক্রমশ, সন্ধ্যা হয়ে এলে সবার নিজ গৃহে ফেরার ব্যস্ততা বাড়ছে ভীষণ। আর তুমি, তুমি না হয় এই সন্ধ্যায় আমার পাশে আমায় আঁকড়ে থেকে যাও মাস শেষে শূন্য পকেটের কটা খুচরো পয়সার মতো শেষ ভরসায়।

"অন্ধ প্রেম"

আমি চাই নগ্ন মস্তিষ্কের প্রেমগুলো এই শহর থেকে হারিয়ে যাক, নিপাত যাক শুদ্ধতার আড়ালের লুকায়িত কালপিঠে সব অশুদ্ধ অনুভূতিগুলো। আমি চাই ঘটা করে আয়োজিত প্রেম নিবেদনের পন্থাগুলোর বিলুপ্তি ঘটুক, বরং প্রেমের প্রকাশ পাক অপর পাশের মানুষটির ছোটো-ছোটো অপূর্নতাগুলো পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যমে। মনের মানুষটির শরীর স্পর্শ করে বিকৃত অনুভূতি প্রাপ্তির স্বাদগুলোর বিনাশ হোক, জেগে উঠুক হাতের আঙুলটি ধরে জীবনের শেষবেলা অবধি দীর্ঘ পথ চলার।

শহরে শহরে এ যুগীয় যতসব প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক ভিত্তিক মাধ্যমগুলো হ্রাস পাক, প্রচলন হোক প্রতিটা শহরের বটবৃক্ষের মূল ঘেঁষে হাজারো সচল ডাকঘরের সন্নিবেশ। তারচেয়ে বরং কাঁচা হাতের চিঠি লেখার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। উদয় হোক সাদা পেখমে ছয়লাপ পায়রাবতীর, আকাশচুম্বি কংক্রিটের শহরের ছাদে ছাদে দূর দূরান্তের মানুষটির কাছে পৌঁছাতে উত্তম প্রকাশ ভালোবাসার। কৃত্রিম বস্তুগুলো দিয়ে প্রিয় কাউকে সাময়িক খুশি করার পন্থাগুলোর হ্রাস চাই, জায়গা পাক অযত্নে পরে থাকা বুনো ঘাষফুল আর সযত্নে কুড়ানো বকুলের মালা বিশেষ। ব্যস্ততার পরিত্রাণ চাই ছটফট ব্যাকুল হৃদয়ে, শুভ উদয় হোক তাহার নিমিত্তে আমৃত্যু অপেক্ষার।

পরিশেষে, এভাবেই পূর্ণতা পাক তুমি, আমি এবং আমাদের প্রেমগুলো মনের জন্য মনের, আত্মিক প্রয়োজনে বারংবার।

“মধ্যবিত্ত বাবাদের গল্প”

মধ্যবিত্ত ঘর এটা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বছর পঞ্চাশ পেরোনো অসংখ্য বাবাদের গল্প এটা। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো ব্যাপারটা না হলেও আজ ঘরে মাছ রান্না হলে আগামি চার পাঁচ দিন পাতিলে আমিষের বদলে সবজির বিকল্প কিছু নেই। হাজার পনেরো কিংবা বিশ মাইনে পাওয়া বাবার চোখে স্বপ্নগুলো চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসার মতো করেই সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে যায় শুধু দুশ্চিন্তার কোলাহলের সমাগম।

এই ঘরেই জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত বাবাদের আদরের সন্তান। সন্তানের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় বাবার শরীরের লোমকূপ হতে ঘামের নিঃসরণ, সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে যায় ধমনীর প্রাচীরে উচ্চ রক্তচাপের ঢেউ। সময়ের কলতানে পরিবার বড়ো হয়ে ওঠে। তাল মিলিয়ে বেড়ে যায় খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা কিংবা বস্ত্রের মতো আবশ্যিক চাহিদাগুলো। শুধু সমানুপাতিক হারে কখনোই বেড়ে ওঠে না বাবাদের মাসিক আয়ের অঙ্কটা।

এই ঘরে বেড়ে ওঠা একটা মেয়ের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তার খাদ্য, চিকিৎসা কিংবা বিভিন্ন ধাপে শিক্ষাজীবনসহ নিত্যু নতুন সব চাহিদা কিংবা বায়না সবটাই নির্ভরশীল বাবাদের ওপর। একটা ছেলের একটা নির্দিষ্ট বয়স থেকে স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সীমিত। ফলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সব দায়িত্বের দায়ভার পড়ে যায় একমাত্র সংসার কর্তা বাবার ওপর। শরীরের ভিতরে জমাট বাঁধা ব্যধিগুলোকে উপেক্ষা করে বাবাদের চলে সন্তান বড়ো করার আপ্রাণ চেষ্টা, সাধ্যের সবটুকু দিয়ে সে লড়ে যায়। একটা মেয়েকে সমাজের চোখে কথিত মানুষের মতো মানুষ করতে গিয়ে বাবার শার্টের রং ঝলসে যায়, ক্ষয়ে যায় জুতোর তলা। একসময়ের ঝকঝকে কালো চুলে ভরা মাথাতে টাক পড়ে যায়। শরীরে ক্লান্তি বেড়ে যায়, তবুও দায়িত্ববোধ তাকে এতটুকু ফুরসত দেয় না কখনো। আয়ের সবটা দিয়ে ভারসাম্য রাখে সন্তানদের চাহিদা মেটানোর পাঁয়তারায়।

একটা সময় মেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। নতুন করে মাথায় চেপে বসে তনয়ার উপযুক্ত বয়স, তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া। আদরের মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করতে করতে কুঁজো হয়ে যাওয়া বাবার চোখে তখন মেয়ের বিয়ের খরচের লম্বা লিস্ট। একদিকে এতগুলো বছর আগলে রাখা মেয়ে বিদায়ের শোক, অন্যদিকে বিবাহের আনুষ্ঠিকতা সম্পন্নের নামে লাখ লাখ টাকা খরচের হিসেব-নিকেশ। একটার সাথে অন্যটার সংমিশ্রণে বাবার চোখে পানি আসার পথগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাই বাবারা কঠিন হয়ে ওঠে, তারা কাঁদতে জানে না। একমাত্র মেয়ে ধুমধাম করে বিয়ে না দিলে লোকে কী বলবে! সমাজের চোখে নিজের বড়াই রাখতে গিয়ে সীমার বাহিরে গিয়ে পরিকল্পিত হয় বিয়ের আয়োজন।

আত্মীয়-স্বজন নামক মুখগুলো এমন আয়োজনের জন্যই ওতপেতে থাকে, কত রকমের দাবি তাদেরও! গতানুগতিক নিয়ম যেন এটাই যে, মেয়ে জন্ম দেওয়া পিতার দায়িত্বই একমাত্র—সব দায়ভার একান্ত তার। ছেলে পক্ষকে খুশি রাখতে এতটুকু ত্রুটি রাখার ফুরসত নেই। বরযাত্রীর নামে আসা শতশত মানুষগুলোকে তৃপ্তি ভরে খাওয়ানোর এ এক মহাসমারোহ। সঙ্গে যৌতুক শব্দটার আড়ালে ফুঁসে উঠে মেয়ের বাবা ছেলেকে মন খুশি করে কিছু দেওয়ার বায়না। সাক্ষাৎ যৌতুককে না বলে মন খুশির নামে পেয়ে বসে দামি দামি সব সামগ্রী। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, শ্রম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখে বড়ো করা আদরের মেয়েটাকে স্বামীর হাতে তুলে দিতে গিয়েও হিমশিম খেতে হয় বাবাদের।

তারপর, তারপর...

মেয়ে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় বাবার। আয়োজন মেটাতে শূন্যপকেটে যুক্ত হয়েছে বাড়তি ঋণের বোঝা, সঙ্গে মেয়ের দূরত্বে অসীম শূন্যতায় আটকে ওঠা বুক, যা হয়তো কখনো পূরণ হবার নয়। বাবারা ভীষণ কঠিন মনের মানুষ, বাবাদের কান্না আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় বহুদূর।

"প্রিয় মানুষ"

আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয় মানুষ ভাবছেন অথচ আমি তা নই। এভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেন সবাই সবার চাওয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট মানুষগুলোকে তার

প্রিয় মানুষের তালিকায় কাছের মানুষ হিসেবে; পায় না নিজের একান্ত অধিকারের ক্ষেত্রফলে। আমার কাছের মানুষগুলোর কাছেই দিনশেষে আমি প্রিয় নই, হয়ে উঠতে পারিনি। সেখানে আপনার সন্তুষ্টিতে আমার কোনো ভূমিকা থাকবেই, জোর গলায় এমনটা আশা করা নেহাতই বোকামি নয় কি?

একটা মানুষ আমি, নির্দিষ্ট একটা দৈর্ঘ্যের বেঁধে দেওয়া সীমারেখায় আমার মস্তিষ্ক তৈরি, স্রষ্টা হিসেব কষেই হৃৎপিণ্ডটাও মাপযোগ করেই বানিয়েছেন সেভাবে। বাড়তি কোনো কিছু আমার দখলে নেই। সেই একটা মানুষ আমি সবার মন যোগাতে কি পারব? সবার প্রিয় হয়ে ওঠা দুর্বোধ্য নয় বরং অসম্ভব। কতই আর? বড়জোর দুই, তিন বা চারটা মানুষের রুচির সাথে আমি গভীরভাবে পরিচিত হতে পারি বা তাদের মন যুগিয়ে চলতে পারাটা সম্ভব বলেই হাতে গোনা কটা মানুষের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠতে পারব। এর বাহিরের গণ্ডিতে পা বাড়ালেই সমস্যা বেঁধে যাবে। জোর করে প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠা যায় না, আশা রাখতেও নেই। সব বিষয়ে প্রত্যাশা একটা বাড়াবাড়ি বিষয়ও বটে। ও হ্যাঁ আপনি বোধ হয় আপনার পছন্দের তালিকায় থাকা লেখকদের গল্প বা উপন্যাসে প্রিয় মানুষ ইস্যু সম্পর্কিত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দূরে থাক গোছানো কটা বাক্যও খুঁজে পাননি। না হলে কারো প্রতি হয়তো এতটা আশা রাখতেন না যে আপনি তার প্রিয় নাকি সে আপনার?

পৃথিবীটা একচোখে দেখলে বিশাল, দুচোখে তিন একরের দূরত্বের বেশি বিস্তৃত মনে হয় না। কেউ প্রিয় হয়ে দশটা মানুষের মাঝে সুখে বাঁচতে পারে, কেউ পেরে উঠতে না পারার ব্যর্থতার দায়ে দিনশেষে কষ্ট পায়। দোষ বা দায়ভার আসলে কার ওপর চাপিয়ে দেবেন? যার যার জায়গা থেকে চিন্তা করে দেখুন তার এমন হয়ে ওঠার গল্পটা এতটাও ভুল কিংবা অযৌক্তিক নয়। আমি বলি কী শুনেন, মানুষ হয়ে জন্মেছে-বাঁচতে গেলে দু'তিনটে নিজের মানুষ লাগে তবে এই নিজের মানুষ বাছাই করতে ভুল করবেন না কখনোই। ভুল করে ভুল মানুষের ওপর আস্থা জমে গেলে আপনার ঠকে যাওয়ার সম্ভবনাটা শতভাগ। বন্ধু বলেন কিংবা বিশেষ কাছেরই কেউ একজন, সবাই আপনার মতো করে আপনাকে ভাববে না। আপনি হয়তো মাথা নুইয়েও তাদের আটকে রাখতে চান অথচ দেখবেন তারা হেয়ালিপনা জুড়ে দিবে। ভালোবাসলেই কাউকে নিজ অধিকারে রেখে ভালো থাকা যায় না। তারচেয়ে বরং তাদের মতো করেই একটু শক্ত হয়ে চলুন, আবেগগুলো গুটিয়ে নিন।

আর হ্যাঁ, খুব কাছে ঘেঁষে যাওয়া মানুষটাকে একপাক্ষিকভাবে নিজের ভাববেন না, তার ওপর বাড়তি আশা রাখা বাড়তি বিষাদ সৃষ্টির কারণ হতে পারে আপনার জন্য। এসবের জন্য ওপাশের মানুষটাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারার অধিকার আপনার নেই, তার চোখে আপনি কাছের মানুষ নন। তার দখলে হয়তো তার কোনো প্রিয় মানুষের দল ভিড়েছে। যেখানে আপনি না প্রয়োজন-না অপ্রয়োজন।

আজ রাখছি। ওই দেখুন, সন্ধ্যা নামার আয়োজন জমেছে পাখিগুলো কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজ ঘরে ফেরার জন্য। আপনিও চলে যান জীবন নিয়ে এত অভিযোগ থাকতে নেই। এত দর কষাকষি করে না–নিজে ভালোথাকতে পারবেন, না কাউকে ভালো রাখতে পারবেন বরং ছাড় দিয়ে চলুন নয়তো মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিন। অনিশ্চিত জীবনের কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো আপনার দিনশেষে ভালো থাকাটা বড্ড জরুরি।

"মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে"

তুমি আমারে আটকায় রাইখ।
বাহিরের দুনিয়া ভালো নাই!
গোলা বারুদ আর পোড়া গন্ধে বাতাসে অক্সিজেনের অভাব।
তুমি আমারে তোমার মাঝে বাঁচার প্রয়োজনে খানিকটা অক্সিজেন দিয়ো।
তুমি আমারে জড়াই রাইখ।
শহরের মিছিলে গুলিবর্ষণ হয়, রক্তের কোনো দাম নেই।
পায়ের নিচে মানুষের শরীর পিষে যায় খবর নেয়ার লোক নাই!

তুমি হাত ছাইড় না আমার।
মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে, মানুষের জন্য মানুষের জীবনে সুখ নাই।
ফাটা বুক নিয়ে তবুও হাঁসফাঁস করতে করতে
মাটি কামড়ে মানুষগুলো বাঁইচা আছে, এভাবে কেউ বাঁচে!
তুমি তোমার মাঝে ডুবিয়ে দাও আমায়।
শহরের জীবনে কোনো স্বস্তি নাই,
কীসের নেশায় যেন তারা ছুটছে অবিরাম কেউ কারো দুঃখ শুনে না।
নিজের কয় সে কঠিন, অনুভূতির দুর্বলতা তাদের নাকি ছুঁতে পারে না!

তুমি আমারে ধরে রাইখো খুব কাছে!
আজ ভালোবাসা নাই, প্রতারণায় ছেয়ে গেছে মনের প্রতিটা অলিগলি।
মানুষ আবেগ পুঁজি করে স্বার্থহাসিলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
এ যুগে ভালোবাসায় মানুষের বিশ্বাস এখন তলানিতে এসে ঠাঁই গুঁজেছে।
তাকিয়ে দেখ, মানুষ বাঁচার জন্য বাঁচতে গিয়েও কীভাবে মরে যায় বারবার!

"মোনাজাত"

সিজদায় মাথা ঠেকে রোজ চোখ ভিজে যাওয়া বান্দার আকুতি তার প্রভু শুনেন, মোনাজাতে উঁচিয়ে রাখা দুহাতের ভাঁজে স্পর্শ করা দীর্ঘশ্বাসের অস্তিত্ব তার প্রভু জানেন।

বান্দার অশান্ত মনের আর্তনাদের শব্দ তার প্রভুর দরবারে পৌঁছায়।

হে অসহায়, হে নিঃসঙ্গ, হে ক্লান্ত পথিক,

তোমার চারপাশে শুধুই শূন্যতা!

তুমি রোজ ঠকেছ, সবচেয়ে আস্থা ভাজন জায়গাগুলো থেকে।

আজ তুমি বন্ধুশূন্য, নিঃসঙ্গতায় আজ শুধুই হাহাকারের ছন্দ বাজে।

দমবন্ধ হয়ে যাওয়া চার দেয়ালের বন্দিদশায় তোমার আত্মার রোজ ফাঁসি হয়।

একটু শোনো, অস্থির মনটাকে একটু ঘুরিয়ে নাও আকাশের মালিকের পানে।

মনটাকে ভরসা দাও, তোমার মালিক তোমায় একা রাখবে না।

তোমার হৃদয়ে আওয়াজ তোলো, তোমার মালিক স্বার্থপরের মতো তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না।

তোমার দুর্দিনে তোমার ভরসা করা মানুষগুলো যখন তোমার হতে দূরত্ব বাড়ায়,

তোমার ভীষণ প্রয়োজনে পাশে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো যখন কাউকে পাও না।

সংকটময় এমন পরিস্থিতিতে তোমার অসহায়ত্বে দুনিয়া হাসলেও একজন থেকে যায় যে তোমার শেষ ভরসা হয়ে পাশে রয়।

তুমি কষ্ট পেয়ো না, তুমি হতাশ হইয়ো না,

তোমার রব তোমাকে একাকিত্বের বিষাদে ছেড়ে দেবে না কখনো।

ওহে,
তোমার রবের পানে একটু চাও, একটু তাকাও।
দেখো, তোমার প্রতি তাঁর রহমতের বৃষ্টি তোমাকে কীভাবে শীতল করে!
উপলব্ধি করো, তোমার প্রতি তোমার রবের সান্নিধ্যে তোমায় কীভাবে উজ্জীবিত করে লড়ে যাওয়ার।

হে বান্দা,
যে দুনিয়ায় তোমার বেঁচে থাকা অনিশ্চিত;
যে দুনিয়ার মানুষগুলো আজ আপন কাল পর বনে যায়,
তুমি সেই দুনিয়ার ব্যস্ততায় ডুবে তোমার রব হতে দূরত্ব বাড়িয়ো না।

তুমি দুনিয়ার বুকে যে সুখ তালাশ করো,
সে সুখ তোমায় সুখী করার বদলে তোমায় শুধুই পোড়াবে তুষের আগুনে।
তুমি দুনিয়ার বুকে যাকে বন্ধু ভেবে আপন আঙিনায় ঠাঁই দিবে দিনশেষে সে তোমার আমানতের খেয়ানত করবে।
তুমি তোমার রবকে বন্ধু বানাও,
তোমার রবের সান্নিধ্যে মনে ধারণ করো।

কষ্ট পেয়ে পেয়ে ভেঙে যাওয়া মানুষ তুমি—
শুনে রাখো, তুমি নিশ্চয়ই প্রতিদান পাবে।
তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু পাবে যা তুমি কোনোদিন কারো হতে আশা করোনি।
তোমার স্রষ্টার ভাণ্ডারের সবসম্পদ তোমার জন্যই বরাদ্দ,
শুধু চেয়ে নেওয়ার জন্য স্মরণ করো সেই মহান প্রভুকে, তার দাসত্বে সঁপে দাও নিজেকে।
তোমার স্রষ্টা প্রতিশ্রুত বদ্ধ,
তার পানে ওঠানো হাত দুটো ভরে
তোমার রব তোমায় নিজ হতে পুরস্কৃত করবেন।

"শেষ চিঠি"

চশমাটার একটা অংশ ভেঙে গেছে আজ কদিন হলো। ভালো করে দেওয়ার মতো কেউ নেই। ঝাপসা চোখে ধূলিকণা জমা ঝাপসা ফ্রেমের সামনে সবকিছুই যেন আবছা লাগে দু-চোখের দৃষ্টিপাতে। সময়ের পরিক্রমায় কল্পনা করার শক্তিটাও অনেক হারিয়ে ফেলেছি। কেননা মস্তিষ্ক আর আগের মতো কাজ করে না। পাশে থাকার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গিনীকেও হারিয়ে ফেলেছি বেশ কটা বছর হলো। নিঃসঙ্গতার প্রহর বুঝি আর কাটতে চায় না। একটু কথা বলব এই আগ্রহে কথা বলতে গেলেও আটকে যাই। স্বরযন্ত্রীয় স্বরনালীগুলোও আজ আর অনুকূলে নেই। বৃদ্ধ বয়সের ভারে অচল হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

আমার না খুব মনে পড়ে তোদের। তোরা আমায় মনে করিস কিনা খুব জানতে ইচ্ছে করে। মনে যদি নাও পড়ে আমায়, তবুও নেই কোনো অভিযোগ তোদের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর মায়ায় নিজেকে বেঁধে ফেলার শেষ সুযোগটাও আজ আমার নাগালের বাহিরে। তোর শৈশবকালে একবার কি হয়েছিল জানিস, খোকা? একদিন ঠিক দুপুরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল প্রচণ্ড, ছাতা না থাকায় ফসলের জমি হতে তোকে বুকে নিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম যেন তোর বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর সর্দি না হয়। তখন তুই বলেছিলি 'বাবা, দেখিও আমি ছায়া হয়ে তোমার মাথায় থাকব সবসময় আর কখনোই যেন তুমি বৃষ্টি বা রোদে পুড়ে কষ্ট না পাও।

আবার সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার বাজারে গিয়ে মিষ্টি খাওয়ার জন্য তোর আবদারগুলো বড্ড মনে পড়ে। অনেক বয়স হয়েছে তো কিছু করারও নেই। বসে বসে সব সোনালী স্মৃতিগুলো মনে করে সময় পার করি। তোর হয়তো এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাগুলো এখন আর মনে পড়ে না। তোর মা সবসময় ভাবত, স্বপ্ন দেখত, "তার খোকা বড়ো হয়ে একদিন একজন মস্ত বড়ো সাহেব হবে, বড়ো অফিসে চাকরি করবে।"

তুই তোর মায়ের আশা ঠিকই পূরণ করলি শুধু তোর মা তার খোকার এই সাহেব অবস্থা দেখে যেতে পারল না। তবে আমি অনেক খুশি হয়েছিলামরে খোকা। মসজিদে বড়ো করে সিন্নিও দিয়েছিলাম তোর বড়ো চাকরি হওয়ার সংবাদ শুনে।

বড়ো শহরে বড়ো বাড়িও বানিয়েছিস এতদিনে হয়তো। তোর বাড়ির আসবাব পত্রগুলোর সাথে আমার যায় না। আফসোস নেই, সুন্দর একটা জায়গাতেই রেখে গেছিস আমায়। এখানে আমার মতো ডাস্টবিনের চেয়েও অনেক মূল্যহীন মানুষ বাস করে। যাদের গল্পগুলোও হয়তো আমারই মতো। পারলে অন্তত একদিন শেষবারের মতো আমায় দেখতে আছিস। কে জানে, আর কখনো দেখা হবে কি না! সময় যে বড্ড ঘনিয়ে আসছে রে খোকা। মাঝে মাঝে বড্ড ভয় করে, মাঝরাতে চিৎকার করে জেগে উঠি।হঠাৎ পাশে দেখি তোর মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পারিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, "তুমি দেখিও তোমার খোকা তোমাকে একদিন ঠিক নিতে আসবে।"

আবদ্ধ এই রুমের চার দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। হয়তো একদিন পারব, সেইদিন হয়তো আর এই দুচোখ মেলে তাকিয়ে দেখার অধিকারটুকু আমার থাকবে না।

হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে লেখার হাতটা থেমে গেল। হাতের স্নায়ুগুলোও আজ বড্ড নিস্তেজ হয়ে আছে। টেবিলের তলায় এরকম আরো কয়েক ডজন কাগজ পড়ে আছে। প্রত্যেকটি চিঠি লিখেছি আর যখন পড়ে দেখেছি ভালো হয়নি, তখন মুড়িয়ে নিচে ফেলে দিয়েছি। আমার সাহেব খোকাকে লিখব, ভালো আর সুন্দর করে গুছিয়ে না লিখলে কি হয়! হয়তো বিশ্রিভাবে লিখলে বউমার হাতে পাওয়া চিঠিটা তোর হাত অবধি পৌঁছাবে না।

আমি আর চিঠি লিখব না খোকা, এই চিঠিটাই শেষ চিঠি। আমি জানি তোরা আমার চিঠি পেয়ে বড্ড বিরক্ত হোস। আচ্ছা খোকা তোর ছেলেটা অনেক বড়ো হয়ে গেছে নারে, কি যেন নাম রেখেছিলি দাদু ভাইটার? ওকে বুকে নিয়ে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে। আমায় এই চারদেয়াল ছেড়ে তোদের নিয়ে যেতে হবে না, তোরা শুধু একটিবার আমায় দেখা দিয়ে যা খোকা। দোয়া করি সবসময় যেন সুখে, শান্তিতে থাকিস তোরা।

—ইতি তোর অযোগ্য বাবা

বৃদ্ধাশ্রম হতে নিঃস্ব বাবার শেষচিঠি তার দায়িত্বহীন একমাত্র ছেলের নিকট।

"অভিযোগ হোক নিজেকে নিয়ে"

অন্যকে নিয়ে অভিযোগ করার আগে কখনো নিজেকে সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবি না, আমি নিজে আদৌ এমন সব অভিযোগে অভিযুক্ত কি না? আমি অন্যকে যেসব দোষে দোষী সাব্যস্ত করছি, কেউ কি আবার তেমন কোনো দোষে তার চোখে আমাকে অভিযুক্ত করছে না তো? না, মানুষ ভাবে না। মানুষ অভিযোগ প্রিয়, মানুষ আকাশছোঁয়া রাগ কিংবা অভিমান জমিয়ে দূরত্ব বাড়ানোর নিয়মে অভ্যস্ত।

কাউকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আগে নিজেকে দুটো মিনিট সময় দেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। এই ১২০ সেকেন্ডের উপলব্ধি মানুষকে অপর মানুষটাকে বুঝতে পারাতে সক্ষম। হারানোর পর শূন্যতা অনুভব না করে কেউ থাকাকালীনই তার প্রয়োজন বাড়িয়ে তোলেন।

মানুষ হয়তো সময়ের প্রয়োজনে একটু বদলালে মানুষের অনেক কিছু নিজের দখলেই থেকে যায়। মানুষ তার নিজের দোষে অধিকার হারায়, অধিকার হারানো মানুষের নিজের বলে দিনশেষে কিছু থাকে না।

“তুমি আর আমাকে কই পেলে!”

তুমি আর আমাকে কই পেলে?

আমায় আগলে রাখতে তোমার দুবাহু কখনো এক ইঞ্চি এগিয়ে আসেনি, আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনতে তোমার কান কখনো বায়না করেনি, আমার দুঃখ বুঝতে তোমার মন এতটুকু সায় দেয়নি।

তুমি আর আমাকে কই পেলে?

পাওয়ার জন্য যেখানে ব্যাকুলতা নেই সেখানে থেকে যাওয়াটা কতটা যৌক্তিক? যে থাকার সে কেন এমনি থাকবে? এমনি এমনি ভালোবাসায় কতটা দূর এগোনো যায়! কাউকে রাখতে গেলে নিজেকে আগে সেই সীমানায় ভীষণভাবে থাকতে হয়।

ভালোবাসায় যত্ন থাকতে হয়, হারানোর ভয় থাকতে হয়। দূরত্ব বাড়লে কাছে না পাওয়ার অভাববোধ থাকতে হয়। শূন্যস্থান নিয়ে ভালোবাসতে এসে শূন্যস্থান নিয়েই ফিরছি, কী পেলাম তবে! ভালোবাসায় যদি প্রাপ্তি বলতে কিছুই না থাকে তাহলে সেই কথিত ভালোবাসায় বরং মানুষের আসক্তি কমুক।

"নারী"

নারী অর্থ ভোগ্য পণ্য।

এমনটা অভিধানে সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি, আর পুরুষ মানে যে ধর্ষক। এমনটিই রচিত আজ মুখে মুখে যৌক্তিক বিচারে। মিছেমিছি পুরুষ নামক খোলসে কাপুরুষ চরিত্রটা ঢেকে রেখে চলার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কেন রেষারেষি।

নারীকে যখন মায়ের কাতারে রাখার পরেও লজ্জা বা সম্মানটুকু যায় বিসর্জিত আমাদের মেতে উঠতে নগ্ন সৎকারে করে হনন নারীর সম্ভ্রম। পর্দা কিংবা ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাত সবার আগে ধর্ষণের ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে হয়ে ওঠে বরাবরই উপস্থাপন।

প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ সে তো বহুদূরে, আগে তো নিজেকে দাঁড় করাও বিবেক থেকেও বিবেকহীনতার আদালতে, আত্মসম্মানবোধ বিন্দু মাত্র যদি থেকে থাকে আগে মানুষ হতে শেখো নিজেকে উপস্থান করে দেখো তোমার লুকায়িত লালসার কাছে কি নিরাপদ

অন্যের মা, বোন বা স্ত্রী নামক মেয়ে!

মেয়ে তুমি আত্মহননের পথ বেছে নাও, তবুও জিতবে এই হিংস্র নরপশুদের থাবা থেকে, তোমার নিরাপদে বেঁচে থাকার আস্থা দিতে পারেনি এ সমাজ—ক্ষমা না করলে ধ্বংসের অভিশাপ দাও।

নারী তোমার ভাবতে হয়তো লজ্জা, তোমার গর্ভেই জন্ম নেয় এ সকল বিকৃত মস্তিষ্ক পিপাসু ধর্ষক! এটা ভেবেনিও নারী হিসেবে চিরতরে তোমার জন্মই যখন আজন্ম পাপ। মোমবাতি প্রজ্বলন করে এসব শত প্রতিবাদ নিভে যায় আলো ফুরিয়ে যাওয়ার কোলাহলে,

সংবিধান কিংবা আইন তুমি করো লুকোচুরি—হয়ে নীরব দর্শক।

আমরা মানুষ এই পরিচয়টা তোলা থাক অসীমে,

অমানুষের চরিত্রটাই বেশ মানানসই, অন্তত পুরো সমাজটা অমানুষে ছেঁয়ে যাবে বিশ্বাসভঙ্গের।

হে সমাজ তোমার বুকে মানুষ জন্মনেয় ঠিকই আমৃত্যু ভরণপোষণে বাঁচিয়েও রেখেছ দিব্যি, তবে কাঙ্খিত মানুষ গড়ে তোলার যোগ্যতা তুমি দিন দিন যাচ্ছ হারিয়ে, জবাব দিতে হবেই প্রস্তুত থেকো একদিন।

"পকেট আছে টাকা নেই"

পকেট আছে, টাকা নেই!
মন আছে–সংকীর্ণ সেথা ভালোবাসার অস্তিত্ব নেই!
মানসিক শান্তির বিচরণ নেই!
ভোগের প্রতিযোগিতা আছে, ত্যাগের মহিমা নেই!
নিরাপত্তা নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই!
হাজারো মানুষ আছে, প্রিয় মানুষ নেই!
পকেট আছে, টাকা নেই!

ঘরে থালা আছে, দুমুঠো সিদ্ধ ভাত নেই!
ফাইলের ভাঁজে ডিগ্রি আছে, বাজারে চাকরি নেই!
অনুভূতি জুড়ে স্বপ্ন আছে, বাস্তবতার নাম নেই!
অসংখ্য আবদার আছে পূর্ণতা নেই, প্রাপ্তি নেই!
পকেট আছে, টাকা নেই!

যোগ্যতা আছে, যোগ্যতার যোগ্য জায়গা নেই!
শহরে মানুষ আছে, ভরসা করার একটা মুখ নেই!
মস্তিষ্কে উদ্যেগতার বীজ আছে, হাতে মূলধন নেই!
মুখে শব্দ আছে, উচ্চারণযোগে প্রকাশের সুযোগ নেই!

ধর্ম আছে, ধর্ম পালনের চাহিদা নেই, সুচিন্তা নেই!
হয়তো সব আছে, নয়তো আমাদের কিছুই নেই!

"যত অনুশোচনা তত ভোগান্তি"

যাকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে আমরা ক্লান্ত হই অথচ তার কেন্দ্রে আমাদের ঠাঁই জোটে না। পৃথিবী যেমন খুব সহজে কাউকে কিছু দিয়ে দেয় আবার কাউকে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরেও সিকিভাগ দেয় না, এটা হচ্ছে জগতের বৈষম্য। চাইবেন বলেই যে তা আপনার অধিকারে আসবে এই একান্ত ভাবনা মস্তিষ্ক জুড়ে রাখাটা অনর্থক। তবে হ্যাঁ, আশা রাখতে পারেন কারণ মানুষ আশায় বাঁচে।

পাওয়ার আশা নিয়ে ভালোবাসতে গিয়ে মানুষের দুঃখ বাড়ে। যে পেতে চায়. না পাওয়ার অপ্রাপ্তি তাকে কীভাবে ভালো থাকতে দিবে! স্বাভাবিক তাই তো? এজন্যই বোধহয় শব্দ সাজিয়ে গলা উঁচু করে বলতে ইচ্ছে হয়, জীবনে বাঁচতে গেলে চাহিদা কমিয়ে দিতে হয়। যার চাহিদা যত কম, তার ভালোবাসা প্রাপ্তি তত বেশি।

জীবনে অনুশোচনাবোধের পরিমাণ যতটা পারা যায় কম রাখতে হবে। যত অনুশোচনা, তত ভোগান্তি। ছোট্ট জীবনকে নিজ হাতে জটিল করে তোলাটা কি মানানসই?

জীবনে বরং বিশেষ বিশেষণ টানুন, এক ভালোবাসায় দুঃখ না বাড়িয়ে বরং ভালেবাসা ছাড়া বাঁচুন। সময় সবকিছু গুছিয়ে দেয় আর সব গুছিয়ে না পেলে ভাববেন নিয়তি বিষয়টা সবার জন্য অনুকূল নয়, আর স্রষ্টা অবশ্যই এমন কিছু নসীবে রাখবেন না যা তার বান্দার জন্য ক্ষতিকর। এখন বান্দা যদি বিবেকবান হয়েও পরিস্থিতি কঠিন করে তবে সে দোষভার একান্ত তারই। তাই যা ছাড়তে হবে তা আজই, এখনি ছাড়ুন অযথা লাগাম টেনে ধরে কষ্টে নিজের বুকটা ভারী করবেন না। যা রাখাটা জরুরি, যা মানসিক শান্তির সহায়ক তা যত্ন করুন।

সময় যত গড়াবে অতীতের নেওয়া অতি আবেগী সিদ্ধান্তগুলোকে ততটাই ভুল ও অনর্থক মনে হবে। যেটা দশদিন পরে করা উচিত সেই অনুভূতিটা আজ জাগিয়ে দিয়ে নির্ধারিত নিয়মতটা ফুরিয়ে দশদিন পর গিয়ে অনুশোচনাবোধের জন্ম দেওয়াটা ভীষণ বোকামি।

নিয়মের বাহিরে গিয়ে ভালোথাকা যায় না। ভালোলাগলেই ভালোবাসা বারণ. ভীষণ বারণ। শরতের আকাশে নিয়ম করে যেমন মেঘ ভাসে তেমনই জীবনেরও নির্দিষ্ট শরৎকাল আছে, বিশুদ্ধ মেঘের ভেলা আকাশ বুকে ভেসে চলার। অপেক্ষা করুণ, দরজায় কড়া না নেড়ে আপনার নির্ধারিত নিয়ামত আপনায় না বলে এক ইঞ্চিও পালাবে না।

……

"প্রেমিক"

প্রেমিক নেশা ছাড়াই মাতাল,
প্রেমিক অদ্ভুত এক নাম।
প্রেমিক প্রেমের মতোই অন্ধ,
প্রেমিক বেসুরো গানে ছন্দ।

প্রেমিক দুঃখের ফাঁকে সুখ,
প্রেমিক বৃষ্টি ঝরা বিকেল।
প্রেমিক দমকা ঝড়ো বাতাস,
প্রেমিক বাঁচার প্রয়োজনে শ্বাস।

প্রেমিক আজ আছে কাল থাকবে,
প্রেমিক তার কণ্ঠে তোমায় ডাকবে।
প্রেমিক ছাড়া কেই-বা বলো
তোমায় এত ভালোবাসবে।

প্রেমিক যদি নাই-বা থাকে,
তবে প্রেম কীসে জমবে!
প্রেমিক আছে বলেই আজও
প্রেমিকা ভালোবাসায় বাঁচে রোজ।

"বেকারত্ব"

মা সবসময় বলত, তাঁর খোকা বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বড়ো চাকরি পাবে, বাড়ি করবে, গাড়ি করবে। মায়ের এই সরল প্রত্যাশায় দাগ লেগে যাওয়া কারণটি হচ্ছে বেকারত্ব। নাম করা প্রতিষ্ঠানে দামি একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছিলাম। চারটা বছর এই দম্ভে হেসে খেলে কাটিয়েছি বেশ। চারটা বছর পর কী হবে? এত হই-হুল্লোড়ের ভিড়ে সেসব ভাবার সময়ই-বা কই পেলাম।

পুঁজিবাদী দেশে আমাদের যে গোয়ালঘরে বন্দি করে সূর্য উদয় দেখানো হবে তা কে ভাবত শুনি! গ্রাজুয়েশন তকমাটা নিজের নামের পাশে বসাতে চারটা বছর খোয়ালাম, বিনিময়ে পেলাম কাগজের তৈরি একটা রঙিন পাতা নাম তার সার্টিফিকেট। সদ্য গ্রাজুয়েট হওয়া আমি রাস্তায় বের হয়ে আবিষ্কার করি এতদিনের চিরচেনা শহরটা কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে হঠাৎ, আমার প্রতি সহানুভূতি দেখানো মানুষগুলো সব কোথায় যেন হারিয়ে গেল অচেনা শহরে তাল মিলিয়ে। হাতে থাকা এই সিজিপিএ এর কাগজ আর মাথা ভর্তি পুস্তক ভরা সব থিওরি আমার একমাত্র অবলম্বন। এসব আমায় একটা চাকরি পাইয়ে দেবে তো!

এতগুলা বছর প্রত্যাশায় থাকা কতক প্রিয়জন কোথা থেকে যেন তৈরি হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় তাদের কৌতূহলী জানতে চাওয়া, "বাবা চাকরি পেয়েছিস? বেতন কত পাস?"

কেউ কেউ তো বলেই বসে, "বিয়েথা করবি কখন? বয়স যে ফুড়িয়ে যাচ্ছে তোর!"

এই প্রত্যাশা করা মানুষগুলো কি জানে না, এই প্রগতিশীল দেশের কর্পোরেট মানুষগুলো চাকরি দেওয়ার নামে সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে ছেলেগুলোকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার চার পাঁচটা ইন্টাভিউ চলে যায় শুধু তাদের মুখে রিজেক্ট হওয়ার না-না শুনতে শুনতে। তারা কীভাবে যেন যোগ্যতায় একটা ত্রুটি বের করেই ফেলে চাকরিতে না নেওয়ার কারণ হিসেবে। অথচ এসবের ভিড়ে সিলেক্ট হয়ে যায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়ার পূর্বেই যারা সিলেক্ট হওয়ার ছিল তারাই।

মাথাভর্তি এতদিন ধরে জমানো বইয়ের থিওরিগুলোর কোনো মূল্যই দিচ্ছে না কেউ, হয়তো দেওয়ার কথাও না। আর এদিকে দিনশেষে বিসিএসের মাঠে

গাদা গাদা তথ্য মুখস্থ করে হাজার হাজার স্বপ্নবাজকে ঠেলে সামনে এগোনো এক অসাধ্য সাধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চরম দুর্দিনেই বাড়ি হতে আবার বাবার ফোন আসে, তার বেকার ছেলের নিকট দিনে দুতিনবার। করুণ কণ্ঠে আর্তনাদে ভেসে উঠে বোনের বিয়ের খরচ নয়তো ছোটো ভাইয়ের স্কুলের মাসিক বেতনের টাকার হিসেব। প্রফেশন ইম্পরট্যান্ট, ছেলে ইম্পরট্যান্ট নয়। এমন অজুহাতে প্রেমিকার বাড়ির সিঁড়ি হতে মাথা নিচু করে চলে আসার গল্পটা না হয় আজ তোলা থাক।

হাঁটতে হাঁটতে রোজ ক্ষয়ে যায় পায়ের দুজোড়া চটি জুতো। ঘেমে যাওয়া শরীরে সাদা শার্টে দাগ পড়ে যায় ভীষণ। যত্নে রাখা কোমল ত্বকটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। প্রতিদিনের এই জীবন যুদ্ধে হার না মানা চেষ্টায় একটা সময় শরীরের ক্লান্তি বেড়ে যায়, একটু বিশ্রাম সঙ্গে নিশ্চিন্তে ছয় ঘণ্টা ঘুমের করুণ আর্তনাদ।

……

"পাঞ্জাবি"

পাঞ্জাবি!

শতাব্দী ধরে বহমান পুরুষের সৌন্দর্যকে আকাশচুম্বী করার এক বিশেষ হাতিয়ার। 'প তে পাঞ্জাবি- প তে পুরুষ' পাঞ্জাবি এবং পুরুষ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। পাঞ্জাবির ভাঁজে ভাঁজে প্রতিটা সুতোয় গেঁথে আছে পুরুষের মুগ্ধতা। পাঞ্জাবি হয়ে উঠে কখনো সমাজে শৃঙ্খলার প্রতীক, পাঞ্জাবি কখনো যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধার শরীরে লেপ্টে থাকা প্রতিরক্ষা বেষ্টনী। কখনো বা নতুন জামাইয়ের শরীরে ঠাঁসা এক বস্ত্র, কখনো বা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যে পাঞ্জাবি এক বিপ্লবী অস্ত্র।

পাঞ্জাবি কখনো লাল কখনো নীল। রমণীর চোখ ঝলসানো রূপের কারণ যখন পাঞ্জাবি, সব অশুভ, স্বৈরাচারী দৃষ্টি পাতের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবি যখন হয়ে উঠে একমাত্র প্রতিবাদের ভাষা। পাঞ্জাবি হোক সমাজের মূল উপজীব্য, পাঞ্জাবি হোক পুরুষের একমাত্র প্রাপ্য, পাঞ্জাবিতে ভরে তুলুন প্রিয় পুরুষের শরীর। পাঞ্জাবি কেনার হিড়িক পড়ে যাক শহরের সব দোকানে, অধির আগ্রহে মুখিয়ে থাকা মিসকিনগুলোর শরীরে জুটুক বিয়াল্লিশ কিংবা চোয়াল্লিশ ইঞ্চির রং বেরঙের পাঞ্জাবির সাজ। পাঞ্জাবি উপহার দিন ভেঙে সব লাজ। কারণ পুরুষ বাঁচলে বাঁচবে সভ্যতা, বাড়বে পৃথিবীর বুকে নতুনত্বের ঝাঁঝ।

"সুখপাখি"

অস্তমিত সূর্যের নিভু নিভু লাল আলোকণা মাখা হেমন্তের শেষ প্রহরে। হরিতকী গাছের ঠিক উঁচু ডালে, কয়েক মুহূর্তের জন্য বসা সবুজ রঙের পাখিটার নাম দিলাম সুখ পাখি। ডানা ঝাপটানো এক মুক্তপনা পাখি। চোখ দুটোতে দেখা শেষ সীমানা পেরিয়ে সে শুধু ছুটে চলে। বাসায় ফেরার ব্যস্ততা নেই, নেই মায়ার মতো মানসিক কোনো পিছু টান। ক্লান্তি ওকে ছুঁতে পারে না।

আর্টিফিশিয়াল যান্ত্রিকতায় তার কোনো যোগসূত্র নেই। খাবার সংকটের ভয়ও নেই। ভয় নেই নিদিষ্ট গন্তব্য ভুলে পথ হারাবার। যার গন্তব্যেই যখন পুরো পৃথিবীর সীমারেখা। তার কাছে পথ হারাবার ভয় কি থাকে? থাকে না। ভাঙাগড়া দর দালানের প্রাচীর ঘেঁষা শহরে মানুষের ছুটে চলা দেখে, দেখে হিংস্রতায় আষ্টেপৃষ্ঠে থাকা মানুষগুলোর পায়ে নিচে শরীর পিষে এগোনোর প্রতিযোগিতা।

সে দেখে বেঁচে থাকা কতটা কঠিন করে তুলেছে বোকা মানুষের দল। মানুষদের রটানো এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে উপহাস করে বাঁকানো ঠোঁটে এক ফালি জমে থাকা হাসিতে সে নিজেকে সাজায়, বিষাদ তাকে স্পর্শ করেনি কখনো। সুখ পাখি উড়ছে তো উড়ছেই, যেন থেমে যাওয়া তার স্বভাবে নেই। কর্কটক্রান্তি সীমারেখা ছাপিয়ে স্রষ্টার নির্দেশিত মুক্তির স্বাদ নিয়ে সুখপাখি আকাশ ছুঁয়ে মহাকাশ ফেরে বহুদূরে হারাচ্ছে ক্রমশ।

পৃথিবীর সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক অসুখী অসুখে অভ্যস্ত আমি, সুবিশাল আকাশ দাপিয়ে বেড়ানো সাত ইঞ্চি প্রস্থের পাখিটার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ভেবে উঠি, এ জন্মে ঠিক সুখপাখি হয়ে জন্ম নিলে বোধহয় ভালো হতো।

"কেই-বা রাখে খোঁজ"

এইযে এত এত মানুষ চারপাশে। সবার ভিতর থেকে আপনি আমি হঠাৎ নাই হয়ে গেলে বাকি মানুষগুলোর কী হবে? কতটুকু প্রভাব পড়বে তাদের ওপর? এমনটা ভেবেছেন কখনো কিংবা ভেবে ভেবে হয়তো বা অনেকেই দুশ্চিন্তাও বাড়িয়েছেন।

সত্যিটা হচ্ছে, কেউ হারালে সেই একজনের অভাব তখন শতজন দিয়ে পুষে যাবে। আপনার অনুপস্থিতি কেউ টেরও পাবে না, উপলব্ধিও করবে না। আড়াল হয়ে বোধহয় উলটো অনুশোচনায় ভুগবেন। আপনি হারালে শহর জুড়ে কোনো নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি টানা হবে না। আপনাকে ঘিরে কোথায়, কেন, কীভাবে? এর মতো প্রশ্নোবোধক চিহ্নগুলো জাগবে না কারো মনে।

এমন কেউ আছে কি যার চোখ দুটো আপনায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবে? দুদিনের বন্ধ যোগাযোগ কাউকে কি খুব বেশি অস্থির করে তুলবে আপনার জন্য? কেউ কি বিচলিত হয়ে পড়বে আপনার শূন্যতা অনুভব করে?

সবকিছুর উত্তর না হলে বরং আপনি কেটে পড়ুন।

দীর্ঘ বিভূতি দিয়ে মাঝে মাঝে এসে এই স্বার্থপোষা মানুষগুলোকে দেখে যাবেন না হয়।

"ভালোবাসা না-কি লালসা!"

ভালোবাসার আগে ভালোবাসা বিষয়টাকে বুঝতে পারাটা বড্ড জরুরি। যেটা ভাবছেন কিংবা করছেন সেটা আদৌ ভালোবাসা নাকি নেহাতই লালসা তা জানাটাও জরুরি। ভালোবাসা নিঃশর্ত হয়, এটা জরুরি নয় যে ভালোবাসা আপনার সকল চাহিদা পূরণ করবে। এটা জরুরি নয় ভালোবাসায় আপনি আপনার প্রয়োজনবোধ তৈরি করবেন বা শর্ত জুড়ে বসবেন, যা আপনি বা অন্যজন পূরণ করবে এমন একটা গৎবাঁধা আশা জাগিয়ে তুলবেন। ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা আপনি নিজের ভেতরে অনুভব করবেন।ভালোবাসায় কেউ কাউকে ক্ষতি করে না। একজনের দ্বারা অপরজন কষ্ট পায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আপনি যদি কারো প্রয়োজন এজন্যই অনুভব করেন যাতে আপনার সময় কাটে, কারণ আপনি একাকী অনুভব করছেন। আপনার সময় ভালো কাটুক বা আপনার রাত ভালো কাটুক

কিংবা আপনি কারো প্রয়োজন এজন্যই অনুভব করছেন যাতে আপনার কামনা পূরণ হয় আর কামনা বা একাকিত্বটা পূরণ হতেই আপনার আচরণে পরিবর্তন তার প্রতি। তাহলে শুনে রাখুন এটা ভালোবাসার ধারে কাছেও না। আপনার সাথে যখন কেউ কথা বলছে না, সঙ্গ দিচ্ছে না তখন আপনি একাকী অনুভব করেন। তখন আপনি কথা বলতে চান, কেউ সঙ্গ দিক সেটা কামনা করে শুধু এসব বিষয়গুলোর প্রয়োজন অনুভব করেন।

ভালোবাসায় তো অধৈর্য থাকে না আর যে ভালোবাসায় সবর থাকে না তা লালসার দিকে চলে যায়, পাগলামির দিকে চলে যায়। নেহাত প্রয়োজনবোধ থেকে কাউকে কাছে টানলেন, আবেগ অনুভূতির জাল বিছিয়ে পরিবেশ সাজিয়ে তুললেন। কারো চেহারা, ব্যক্তিত্বগুণ, কমার্শিয়াল স্ট্যাবিলিটি দেখে মোহ জন্মে যায়, মোহের নৌকায় দাঁড়িয়ে তার কাছে যান, উপভোগ করেন। যখন বুঝতে পারেন মোহের নৌকা কাঁপছে তখন বিভিন্ন অজুহাতে সরে পড়েন। যখন প্রয়োজন ফুরাল তখন ভালোলাগার পারদ স্তম্ভ নিচে নেমে এলো, অবহেলা চলে

এলো আর ফলাফল দূরত্বের প্রসারণ। এরকম জায়গায় যদি নিজেকে আবিষ্কার করেন তবে সেক্ষেত্রে আপনার এমন অবস্থান পরিবর্তন করা বড্ড জরুরি।

"আত্মার মুক্তি"

আমি বহুকাল ধরে তৃষ্ণায় কাতর এক পথিক,
ঈশ্বর আমার তৃষ্ণা কভু মিটবে না তবে!
আমি অতৃপ্ত আত্মার সনে বাস করতে করতে
হয়ে গেছি বড্ড উন্মাদ,
ঈশ্বর এবার তবে মুক্তি হোক এ অতৃপ্ত আত্মার—
এবারের অন্তিম সৎকারে।
তুমি বরং প্রেম উঠিয়ে নাও ঘৃণায় ভরুক পৃথিবী,
তুমি ভালোবাসা বিষাক্ত করে দাও,
ভরে যাক কানায় কানায় সব অশুদ্ধ অনুভূতি।
ভালেবাসা যখন আমি ছুঁতে পারিনি,
তবে অভিশাপ পড়ুক সে ভালোবাসার ললাটে।
বিশ্বাস ভেঙে যদি আমি হই অপরাধী
তবে অবিশ্বাসীদের কোলাহলে ভরে যাক সভ্য সমাজের যত ঘর।

আমার দৃষ্টিতে যদি সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ নাই মেলে
তবে স্বর্গই হোক একমাত্র নন্দিত কানন,
পৃথিবী হোক সেখানে কাটায় ঘেরা অনুর্বর ভূমি।
আমার ভাবনায় যদি পবিত্র কল্যাণকর অনুভূতির ঠাঁই নাই মেলে তবে মস্তিষ্ক হোক অকেজো,
পৃথিবী হোক শান্তিহীন অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত নরক জমি।
ঈশ্বর তোমার ইবাদাতে মশগুল আমি,
পৃথিবী বাসে হয়ে উঠেছি বড্ড বিরোধী।
তুমি ধ্বংস করো কলুষিত এ ধরণী,
নয়তো মুক্তি মিলিয়ে দাও এ ছটফট আত্মার,
থেমে যাক প্রতিবাদী সব মিছিল।
আমার জন্য যদি পৃথিবী না হয়,
তবে পৃথিবী জন্য আর আমিই জন্ম নেব না শতাব্দীর কোনো কাল ঘেঁষে।
প্রেমহীন তোমরা বাঁচতে পারলে বেঁচে থাকো।

তবে শুনে রাখ, এই প্রেমহীনতা তোমাদের দেহ হতে
আত্মা বিচ্ছিন্ন করেই ছাড়বে কোনো এক অমিমাংসিত উপায়ে ঠিক একদিন।

"বিশুদ্ধ অঞ্চল"

রংধনুর সাত রং ওঠা এক আকাশ পানে চেয়ে দেখার কথা বলছি, যান্ত্রিক শহরের বিষাক্ত বাতাসহীন একটা বিশুদ্ধ শহরের কথা বলছি। কংক্রিটের দালান কিংবা ধোঁয়া ওঠানো যান্ত্রিক বাহকবিহীন জায়গায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছেন, সেখানে বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ আর প্রাণীদের উপস্থিতি বেশ ভারসাম্য পূর্ণ।

কথা বলছি একটা তৃপ্তিদায়ক রাতের কথা, বলছি একটা মেঘহীন রাতের আকাশে জ্যোৎস্না স্নানের কথা।

শিউলি পাতার ফাঁকে দৃষ্টি ভরে উপভোগ করছেন জ্যোৎস্না বিলাস। দুঃশ্চিন্তাবিহীন একটা সময় কাটছে,

মিষ্টি মৃদু বাতাসের প্রকোপে সন্ধ্যা প্রদীপের জ্বলানেভার উৎসব চলছে ভীষণ।

সমতল হয়ে সামনে এগিয়ে চলা একটা রাস্তার কথা বলছি। হিজল, শাল ও কৃষ্ণচূড়া সঙ্গে হাতের দুপাশে নাম না জানা আরো কিছু পাতাবাহার গাছের মাটি চিড়ে আকাশ ছোঁয়ার বড্ড ভিড়।

পায়ের দুপাশে পড়ে রয়েছে ঝরে পড়া সদ্য যৌবনে পা রাখা কৃষ্ণচূড়া, টগর কিংবা বেলীফুল। বাম পাশে তাকিয়ে আবিষ্কার করছেন একঝাঁক পাখির কলরব ও তাদের ঘরে ফেরার তুমুল হট্টগোল।

কথা বলছি একটা সুউচ্চ মেঘ ছোঁয়া পাহাড়ের, বলছি তার বুক চিড়ে বয়ে চলা একটা অনড় নদীর কথা। বলছি শীতল পানির একটা ঝর্নার এবং তারনিচে পড়ে থাকা রং বেরঙের প্রাণহীন নির্জীব পাথরগুলোর কথা।

আপনি মুগ্ধ হচ্ছেন প্রতি ক্ষণেই, প্রতি পদে। এ উপভোগ্য মূহূর্তগুলো আপনার যৌবনে তুলছে প্রাণের স্পন্দন, তৃপ্ত হচ্ছে অসীম। মানসিক প্রসাদে আত্মহারা আপনি অনুভব করছেন এক স্বর্গীয় সুখ। এভাবেই ভাবুন, ভাবতে

শিখুন এবং ভালো থাকার প্রয়োজনে তৈরি করে নিন আপনার অনুভূতির একচ্ছত্র রাজ্য।

"প্রেমকে না বলে বরং বইকে হ্যাঁ বলুন"

প্রেমে না পড়ে বরং বই পড়ুন।

তিনবেলা চুটিয়ে প্রেম না করে বরং দুবেলা নিয়ম করে বই পড়ুন। প্রেমে পড়লে ভুগবেন, ভোগাবেন। প্যারাসিটামল খেয়েও তখন জ্বর সারবে না। ডায়াজিপাম খেয়েও তখন ঘুম ধরবে না। ঘুমও হারাবেন, সুখও চিবিয়ে খাবেন।

বইকে বউ ভাবুন, কথার বাধ্য না হলেও অন্তত অবাধ্য হবে না কখনো। বই পড়ুন, বুকের বুক পকেটে না হলে বুকশেল্ফ ভর্তি বই রাখুন। ইতিহাস না হলেও থ্রিলার রাখুন, ট্রাজেডি না রাখলেও রোমান্টিক বই গিলুন। ক্ষুধা লাগলে বই পড়ুন, পেট ভরা থাকলেও বই পড়ুন।

প্রেমকে না বলে, বইকে বর ভেবে হ্যাঁ বলুন–তবুও বই পড়ুন। বই পড়ে পেট না ভরলেও বই পড়ে মন ভরুন। প্রেমের সাইড এফেক্টে ধরাসাই না হয়ে বই পড়ে বরং চিরকুমার থেকেই বৃদ্ধ হন।

"বোকা মানুষ"

কেউ আমাকে পেয়ে অবহেলা করে,
কেউ আবার আমাকে না পেয়ে ভীষণ আফসোস করে।
আর আমি কিনা যেচে গিয়ে সেই অবহেলা পেতেই মন বাড়িয়ে দেই।

হাত বাড়িয়ে এভাবে দুঃখকে গ্রহণ না করার মতো
এতটুকু পরিপক্কতা আমার হোক।

"খুব কি ক্ষতি হতো?"

আমাদের বোধহয় পরিচিত হওয়াটাই ছিল মস্ত বড়ো ভুল; অপরিচিত হয়েই না হয় রয়ে যেতাম এজন্মে। নাই-বা চিনতাম তোমায়; নাই-বা জানা হতো তোমায় সব স্বরবর্ণের মতো করে ধরে ধরে। নাই-বা শুনতাম তোমার কণ্ঠস্বরের শিলালিপি সুর; নাই-বা ঘেঁষতাম দুজনে আজন্মের দূরত্ব চিরে খুব কাছাকাছি।

তাতে খুব কি ক্ষতি হতো?

কিছু পরিচয়ের পরিণামটা সবসময় সুন্দর হতে দেখিনি। এক পৃথিবীর বুক জুড়ে না হয় অপরিচিত হয়েই রয়ে যেতাম দুজন এজন্মের তর।

"মিছে মায়া"

তোমার যতটুকু জেনেছি তার আধটুকু ছিল প্রেম;
যতটুকু জানা বাকি তার সবটুকু জুড়ে কোথাও আমি নেই!

"একদিন সব হবে"

কারা যেন বলেছিল, একদিন সব হবে। দেখতে দেখতে সব দিন ফুরিয়ে গেল তবুও সেই দিন টা জীবনে এলোই না। একদিন সব হয়? না, হয় না।

মানুষের জীবনে সুদিন বলতে কিছু নেই। আজ আপনার সাথে যা ঘটছে তা মানিয়ে নিতে পারলে আজকের দিনটাই আপনার জন্য সুদিন হয়ে ধরা দেবে।

মানুষের আজ যা নেই, তা একটা সময় পেয়ে যাবে এমন ধারণা নিয়ে দিন গুনে গুনে বৃদ্ধ হওয়া মস্তিষ্কটা একটা সময়ে গিয়ে বুঝতে পারে সেই শূন্যতা তার এখনো আছে; আসলে কিছুই পাওয়া হয়ে ওঠেনি।

……

"অপেক্ষা"

আমরা মূলত কেউই কারোর অপেক্ষায় থাকি না। সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদের ঠিক মানিয়ে নিই ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন উপায়ে কিংবা ভিন্ন মানুষে।

"নিরাপদ আঁচল"

সেদিন হঠাৎ সন্ধেবেলায়, কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া আকাশখানি মিশে ছিল সাঁঝের অন্ধকারে। অভিমান জমিয়ে ফেঁপে ওঠা মেঘ যুগলের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বিকট, আলোহীন এ শহরে সভ্যতার বিদ্যুৎ ছিল না তখন। তুমি এসেছিলে উত্তর হতে উত্তরে বাতাসে ভেসে ধীর পায়ে হঠাৎ নিঃশব্দের জাল বিছিয়ে অগোচরে। তোমার শাড়ির আঁচল ঘেঁষে আসছে পিচঢালা পথ বেয়ে পড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা পাপড়ি দল। খোলা চুল সন্ধি করে উড়ছে তখন হাওয়ায় মেলে ভীষণ, তোমার শাড়ির ভাঁজে লুটিয়ে পড়া বৃষ্টি বিন্দু তোমার স্পর্শ পেয়ে এতদিনের সঞ্চয়কৃত অভিমানের অভিযোগ তুলে নিয়েছিল।

তোমার কানে থাকা ঝুমকোর বেজে ওঠা শব্দযোগের তালে ঝরের আগ্রাসী প্রবাহ ম্লান হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। এই অবেলায় ভয়ার্ত সামান্য এক আমার পাশে স্রষ্টার নির্দেশিত দৈব শক্তিরূপে তুমি সাহস যোগানোর কারণ হয়ে উঠছ ক্রমশ।

তোমার আঁচল ছুঁয়ে, তোমার খোলা চুলের আড়ালে নিজেকে আগলে। তোমার দুজোড়া মায়াবী চোখে ঠাঁই গুঁজে সেদিন আমি আমার নিরাপদে বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে নিয়েছিলাম প্রিয়।

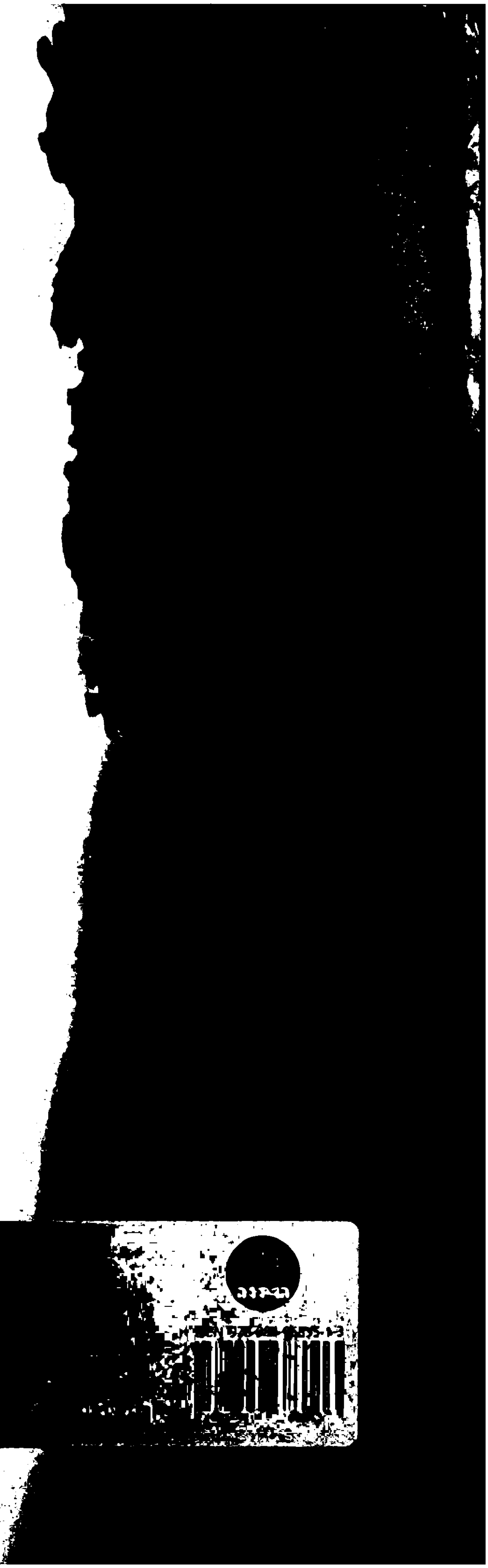সমাপ্ত